বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা

বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও সমন্বিত ব্যবস্থার সন্ধানে

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা
বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও সমন্বিত ব্যবস্থার সন্ধানে

দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর
শাহরীন মঞ্জুর

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা
বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও সমন্বিত ব্যবস্থার সন্ধানে

লেখক
দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর
শাহরীন মঞ্জুর

এই প্রতিবেদনটি উন্নয়ন অন্বেষণ-এর সামাজিক নীতি বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষা নীতিমালার পর্যবেক্ষণ কর্মসূচীর একটি প্রয়াস। প্রতিবেদনটি তত্ত্বাবধায়ন করেছেন জাকির হোসেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সংলাপ ও আলোচনা অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদত্ত মূল্যবান মতামত প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। একশন এইড, অক্সফাম ও সেভ্ দ্য চিলড্রেন-এর ব্যবস্থাপনায় কমনওয়েলথ এডুকেশন ফান্ডের অনুদানে এই প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে।

© কপিরাইট ২০০৮
উন্নয়ন অন্বেষণ- দ্য ইনোভেটরস্

যথাযথ উদ্বৃতি সাপেক্ষে এই প্রকাশনাটি অবাণিজ্যিক প্রয়োজনে মুদ্রণ/পুণমুদ্রণযোগ্য।
কোন ধরনের বাণিজ্যিক মুদ্রণ/পুণমুদ্রণ,সংরক্ষণ ও পরিমার্জনের জন্য উন্নয়ন অন্বেষণ এর পূর্বঅনুমতি প্রয়োজন।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: শেখ সোহেলউদ্দীন
প্রিন্ট: ডট্ নেট লিঃ,৫১-৫১/এ পুরান পল্টন, ঢাকা

যোগাযোগের ঠিকানা:
উন্নয়ন অন্বেষণ
বাড়ি-৪০/এ,রাস্তা-১০/এ,ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ
টেলি: +(৮৮-০২)৮১৫৮২৭৪
ফ্যাক্স: +(৮৮-০২)৮১৫৯১৩৫
ইমেইল:info@unnayan.org

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ লক্ষে সংবিধানুযায়ী রাষ্ট্র ৩টি বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে ঃ "(১) সার্বজনীন গণমুখী শিক্ষা ব্যাবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং আইন অনুযায়ী একটি নিদিষ্ট স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা; (২) এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যা দ্বারা সমাজের চাহিদা অনুযায়ী সুশিক্ষিত সুনাগরিক গড়ে তোলা যাবে; (৩)আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ"।

শিক্ষা প্রদানে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র প্রাথমিকস্তরে ১১ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষা, প্রচলিত সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মকেন্দ্রিক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। বিভিন্নতা রয়েছে পাঠ্যক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো, স্কুল পরিচালনা কর্তৃপক্ষেরও ক্ষেত্রে। যেমন, সবধরণের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিবন্ধনভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অনিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর পাঠ্যক্রম চালু আছে। অন্যদিকে এবতেদায়ি মাদ্রাসা অনুসরণ করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রম। কিন্তু কিন্টারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখনও কোন নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাক্রম ব্যবস্থার আওতাধীন নয়।

কি লক্ষ্য অর্জিত হবে এই ধরনের অসাম্যঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে? - তা একটি বড় প্রশ্ন। তাছাড়া, পঠনে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য মতাদর্শিক অবস্থান রক্ষার চেষ্টাও করা হয়। উদাহরণ হিসেবে ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা উপকরণের কথা বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ধারার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেখানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সাধারণ ইতিহাসের উপরে গুরুত্ব দিচ্ছে সেখানে মাদ্রাসা বোর্ড জোর দিচ্ছে ইসলামি ইতিহাসের উপরে। আবার ইংরেজি মাধ্যমে গুরুত্ব পাচ্ছে সেই সব দেশের ইতিহাস যে দেশটির পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্কুলটি অনুসরণ করছে।

শিক্ষকদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে বৈষম্য লক্ষণীয়।গ্রাম ও শহরের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শিক্ষকদের দক্ষতার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সরকারি ও সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। অন্যধারার শিক্ষকগণ এইধরণের সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত। দেশে জাতীয় ঐতিহ্য ও আকাঙ্খার সমন্বয়ে সমন্বিত কোন পরিকল্পনা নেই শিক্ষকদের শিক্ষাদানের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে।

শিক্ষার খরচ, পরিবেশ, উপকরণ, অবকাঠামো ইত্যাদিতে অসমতা রয়েছে। ছাত্র প্রতি শিক্ষার গড় খরচ বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেখানে নিবন্ধনকৃত এবতেদায়ী মাদ্রাসায় প্রতি মাসে ছাত্র প্রতি খরচ মাত্র ১০.৫০ টাকা সেখানে কিন্ডারগার্টেনে ছাত্র প্রতি খরচ ৫৩১.২৫ টাকা যা মাদ্রাসার তুলনায় ৫১ গুণ বেশি।

অধিকাংশ শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। বেসরকারি নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর হার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বর্তমানে অর্ধেকের বেশি বিদ্যালয় সরকারি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও(এনজিও) সীমিত অবকাঠামো ও পাঠ্যক্রম নিয়ে উপআনুষ্ঠানিক কার্যক্রম গুরুত্ব করেছে এবং সে বিষয়েও সমালোচনা রয়েছে।

বিভিন্ন ধারাগুলোর মধ্যে বৈষম্য রয়েছে যা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে বাধা হিসেবে কাজ করছে। শিক্ষার সুযোগ, গুনগত মান এবং নিয়মনীতির ক্ষেত্রে অসমতা রয়েছে।

অভিন্ন সার্বজনীন গণমুখী শিক্ষা প্রবর্তন করা খুব সহজ নয়। অভিন্ন শিক্ষা কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করতে হবে। যেমন,: ১) অভিন্ন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সংজ্ঞা; ২) অভিন্ন শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে বিবেচনা; ৩)স্বল্পকালীন ফলাফলের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের বিবেচনা; ৪) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ; ৫) শুধুমাত্র সংখ্যাভিত্তিক নারী-পুরুষ সমতা নয়, দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সমতার বিবেচনা; ৬)শিক্ষকদের শিক্ষাদানের যোগ্যতা, পাঠ্যক্রম, শিক্ষার উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থাপনার সমতা ও সমন্বয়; এবং ৭) মানসম্মত একটি গ্রহণযোগ্য উপরিকাঠামো।

গবেষণাটি বিভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা আহরণের জন্য পরিচালিত হয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন ধারার সাথে সমন্বয় করে একটি মানসম্মত অভিন্ন শিক্ষা কাঠামো প্রণয়ণ করার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষিত বিদ্যালয়গুলোর অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ, কৃর্তপক্ষ সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই গবেষণার ক্ষেত্রে কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফান্ড থেকে সহযোগিতা পাওয়া গেছে এবং একশন এইড বাংলাদেশ-এর মো: মোনতাসিম তানভীর- জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। এমন জটিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণায় হাত দেয়ার জন্য গবেষকদ্বয় দেওয়ান মোঃ হুমায়ূন কবির ও শাহরীন মঞ্জুর নিঃসন্দেহে বিশেষ ধন্যবাদের দাবী রাখেন।

রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর
চেয়ারপার্সন, উন্নয়ন অন্বেষণ

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬
বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি	৭
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের নানা উদ্যোগ	৭
গবেষণার লক্ষ্য	৯
সমীক্ষার পদ্ধতি	১০
সাক্ষাৎকারদাতা ও গবেষণাক্ষেত্র	১০
গবেষণার বিষয় ও পরিকল্পনা	১২

প্রাথমিক শিক্ষার ধারাসমূহের স্বরূপ

প্রাথমিক শিক্ষার ছয়টি ধারায় ক্ষেত্রসমীক্ষা	
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬
নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০
অনিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২৪
এনজিও পরিচালিত স্কুল	২৬
কিন্ডারগার্টেন	২৮

প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্যের প্রকৃতি ও ফলাফল

পাঠ্যক্রম	৩০
শিক্ষকদের গুণগত বৈষম্য	৩৩
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	৩৪
শিক্ষার সামগ্রী ও অন্যান্য সহায়তা	৩৫
শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোভাব	৩৬
বিভিন্ন ধারায় শিক্ষার ব্যয়	৩৬

অভিন্ন ব্যবস্থা সৃষ্টির অন্তরায় ও সমন্বিতশিক্ষাব্যবস্থার প্রয়াস

শিক্ষার কাঠামো	৩৭
শিক্ষার পরিবেশ	৩৮
জাতীয় শিক্ষানীতি	৩৯
সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার সন্ধানে	৪১
সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো	৪৩

গ্রন্থপঞ্জি ৪৫

ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। সকল দক্ষতার মূলে রয়েছে শিক্ষা এবং এটি মানবিক মূল্যবোধ ও মানব সম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ আরিস্টেটল বলেছেন- 'একজন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যাক্তির মধ্যে পার্থক্য একজন জীবিত ও মৃতের পার্থক্যের সমান'। মানবিক উন্নয়নে শিক্ষার গুর"ত্বের বিষয়টি নতুন আবিষ্কার নয়। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ থেকে শুর" করে র্বতমান উন্নয়নপন্থীদের সবাই স্বীকার করেছেন যে শিক্ষা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষা মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাকে পরির্পূণ করে এবং সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে। এটি সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের জন্য মানুষকে উদ্দীপিত ও ক্ষমতায়িত করে (স্মিথ: ১৭৭৬, মার্শাল:১৮৯০, বেকার: ১৯৯৩, সেন: ১৯৯৫)।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে পরিকল্পনা রয়েছে তা থেকে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক প্রাপ্তির হার বৃদ্ধি নিয়ে বির্তক, ইতিমধ্যেই স্তিমিত হয়ে গেছে। এ কথা বলা যায় যে, শিক্ষার এই পরিকল্পনা নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে এমন ধারণাগত উদ্দেশ্যকে যা বৃহৎভাবে একটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন এবং সে ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ অব্যাহত রাখে। এইধরনের সীমাবদ্ধ এবং উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত সংর্কীণ এবং এর ফলাফলকে সরলভাবে বলা যায়- র্দীঘ সময়ের প্রেক্ষিতে এই শিক্ষা একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করে কেবল যা অর্থনৈতিক চাহিদাকে পূরণ করে মাত্র। শিক্ষানীতি পরির্বতিত হয়েছে সময়ে- সময়ে কিন্তু তা কেবলি আনুভূমিকভাবে শিক্ষায় প্রবেশ বাড়িয়েছে। পাঠ্যক্রমের পরির্বতন হয়েছে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা নিজেই ক্ষমতা এবং দায়িত্বকে কেন্দ্রীভূত করে রাখে, যা শিক্ষায় উৎসাহের ঘাটতি তৈরি করে, সহযোগিতা হ্রাস করে, শিক্ষার মোহিনী শক্তিকে বিনষ্ট করে, র্কায সম্পাদনে ঘাটতি ঘটায়। এসবের ফলে শিক্ষাব্যবস্থা নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করে সবদিক থেকে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বাড়ানো নয় বরং গতানুগতিক ঝরে পড়া হ্রাস করার জন্য শিক্ষার মান বাড়ানো এবং সৃষ্টিশীলতা ও পছন্দের স্বাধীনতাকে বাড়ানো। বিষয়টি শুধুমাত্র পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে কারো জ্ঞান, চিন্তা এবং সীমাকে সমন্বয়করণ নয় বরং একটি বড় মাপের প্রস্তুতির মাধ্যমে স্বতন্ত্র ধীশক্তিকে হৃদয়ে প্রোথিত করে নিজেকে আবিষ্কার করা এবং পরিবেশ ও অজানা বিশ্বকে জানা। র্বতমান বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা র্কাযকরভাবে ক্রিয়াশীল এবং পরির্বতনের প্রতি সংবেদনশীল সমাজে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারে র্ব্যথ হয়েছে যা সমতাসূচক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজে মূল্য সংশে-ষ করে এবং নতুন পছন্দ ও সুযোগ সৃষ্টির ধারণক্ষমতাকে বিস্ড়ৃত ও গভীর করে এবং তার কাম্য ব্যবহার তৈরি করে। আর এর জন্য জর"রীভিত্তিতে প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষা যা শুধু নিজের ক্ষমতাকেই প্রসারিত করে না বরং নিজস্ব সংস্কৃতি ও চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে, বিশ্বের নানা পরিবর্তনে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সত্যিকার অর্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে র্ব্যথ হয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো আছে বাহ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যেখানে কোন অর্থপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্র নেই। সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলগুলো বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের চাপ এবং অর্থ সাহায্যের উপর র্নিভরতার কারণে ক্রমর্বধিষ্ণুভাবে তাদের সামাজিক নৈতিকতা হারাচ্ছে।

এনজিও স্কুলগুলো হয় গ্রহণ করছে বাইরের দেশের উন্নয়ন ধারণা অথবা শিক্ষা পদ্ধতি। এসব প্রতিষ্ঠানের একটিও সামাজিক সমন্বয়কে বাড়ানোর জন্য কাজ করছে না, ইতিমধ্যে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে সামাজিকভাবে একত্র থাকা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কখনোই শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষের সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্র হিসাবে উদীত হয়নি।

মানব সম্পদের দিকটি বরাবরই রয়েছে উপেক্ষিত। ভাবাদর্শগত পরিস্থিতির কারণে এবং রাজনৈতিক মতার বহির্মুখী লক্ষে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এর তাত্ত্বিক কাঠামো এবং সে অনুসারে শিক্ষায় সমতাবিধানের নীতি নির্ধারণে শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় প্রবেশের জন্যই বিনিয়োগ করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য কেবলই অর্থনৈতিক উৎপাদন। শিক্ষাকে দেখা হয়েছে একটি ব্যবসাক্ষেত্র হিসেবে। পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য শ্রমিক তৈরি করার উদ্যেশ্যেই এই ব্যবসায়ী পরিকল্পনা আর এই পরিকল্পনা শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে মুনাফা উৎপাদন করে। এইভাবে অসমতামূলক কাঠামো যন্ত্রকে পরিবর্তন না করায় শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান প্রবেশ ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক অবস্থানকে পরিবর্তিত করে না। তাই প্রয়োজন এমন একটি গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা নীতির যা শুধুমাত্র ছেলে-মেয়েদের মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিত করবে না বরং তারা পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ অর্জন করবে এবং তাদের মানবাধিকার অনুভব করতে সমর্থ হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

যে সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, দক্ষতা, চরিত্র ও মনোশক্তির বিকাশ ঘটে তাই শিক্ষা। শিক্ষাবিদ Mackenzie শিক্ষার ব্যাপকতা সর্ম্পকে বলেন- 'শিক্ষা হচ্ছে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষাদানের ব্যাপারে সহায়তা করে।' শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব। শিক্ষার মূল লক্ষে পৌঁছার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন:

- মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।
- পারস্পরিক সমঝোতা ও সকলের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার মাধ্যমে মানুষে মানুষে মৈত্রী, প্রীতির মনোভাব, মানবাধিকার, দৈহিক শ্রম ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সন্মানবোধ সৃষ্টি করা।
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। সুনাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করা, এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনে বিজ্ঞান প্রযুক্তির গুরুত্ব বোঝা ও তা প্রয়োগে আগ্রহী করা।
- পরিবেশকে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা এবং বাঞ্ছিত সামাজিক আচরণে সহায়তা করা।

এইসব লক্ষ ও উদ্দেশ্যের আলোকে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন যা জাতীয় চেতনা, মূল্যবোধ ও ঐক্যবোধকে সংহত এবং প্রসারিত করে। তাই গোষ্ঠী চেতনার উর্দ্ধে জাতীয় ঐক্যবোধ সুনিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত সকলের জন্য একই পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে আঠারশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। প্রগতিশীল ও প্রাগ্রসর হিন্দু সমাজ একটি উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে ভূমিকা রাখেন। রাজা রামমোহন রায় এবং এবং তার সহকর্মীরা এ আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় ১৮২৪ সালে। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলনের প্রধান ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি জোর দিয়েছিলেন বাংলাভাষার আধুনিকীকরণে, নতুন সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার উপযোগী করে গড়তে। আর এজন্যই প্রয়োজন পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য দর্শন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলনের ফলে ১৮৩৫ সালে মেকলে সুপারিশকৃত শিক্ষা প্রবর্তনের সুযোগ এল। যদিও এর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের সহায়ক শক্তি হিসাবে একটি সুশিক্ষিত ভারতীয় গোষ্ঠী তৈরি করা, তবে এর ফলে আধুনিক স্কুল কলেজ স্থাপিত হলো যেখানে শিক্ষা হলো সেকুলার, সবার জন্য এর দরজা উন্মুক্ত। এদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রচলন তখন থেকেই। মেকলে নির্দেশিত সেই শিক্ষা কাঠামোটি 'নানা পরিবর্তনের' মধ্য দিয়ে হলেও এখনও বলবৎ রয়েছে। (অজয় রায়: ২০০২)

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি

শিক্ষা মানুষের একটি জন্মগত অধিকার এ সত্য আজ দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সাম্প্রতিককালে তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা শুধু যে প্রতিটি শিশুর মানবিক গুণাবলী অর্জনের জন্যই প্রয়োজন তা নয়; বুনিয়াদি (basic) শিক্ষা একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যও একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। এই চেতনার স্বীকৃতি দেখি ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানেও। এই সংবিধানের ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে "একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত "সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদানের" ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং এই শিক্ষাকে "সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ" করার ব্যবস্থা করতে হবে। সংবিধান প্রণেতাদের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই অভীষ্টকে বাস্তবে পরিণত করার পন্থা ও কর্মসূচি অতোটা সুস্পষ্ট ও সুসাধ্য নয়। এদেশে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের সদিচ্ছা দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্ত হয়েছে, কখনো কখনো এ সম্পর্কে কিছু কিছু কর্মসূচীও গৃহীত হয়েছে, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে এক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি লাভ করা যায়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের নানা উদ্যোগ

এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রথম সংগঠিত উদ্যোগ দেখা যায় ১৯১৯ সালে বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট প্রবর্তনের মাধ্যমে। দেশের পৌর এলাকাগুলোতে ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজনের জন্য 'শিক্ষা সেস' এবং পরিদর্শনের ব্যবস্থা চালু হয়। তবে সেসময় পৌর এলাকার পরিধি অত্যন্ত সীমিত থাকায় এই আইনের প্রভাব হয় খুবই সামান্য। এরপর ১৯৩০ সালে প্রর্বতিত হয় বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট। এই আইনের দ্বারা সারা দেশের গ্রামাঞ্চলে ৬-১১ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচনের প্রত্যাশা ব্যাক্ত হয়। কিন্তু সংগৃহীত অর্থের অপ্রতুলতা এক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বারবার

নানাভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক পরিষদে বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট- এর মাধ্যমে আবার দশ বছর মেয়াদী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। মাত্র দুইবছর চলার পর এই প্রকল্প কার্যত পরিত্যাক্ত হয়। ১৯৫৪ সারে যুক্তফ্রন্ট যে একুশ দফার দাবী নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তার মধ্যে একটি দাবী ছিল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে তারা এই শিক্ষা প্রবর্তন করতে পারেননি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে অর্থ বরাদ্দের প্রত্যাশা করা হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে দ্যা ইস্ট বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে জেলা স্কুল বোর্ড তুলে দিয়ে প্রাথমিক স্কুলগুলোকে সরকারি তত্ত্বাবধানে নেওয়া হয়। বাধ্যতামূলক এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলোকে পরিণত করা হয় 'মডেল' স্কুলে; অন্য স্কুলগুলো হলো 'নন-মডেল' স্কুল। (আব্দুল্লাহ আল-মুতী: ২০০২)

পাকিস্তান যুগের এক বিপুল বৈষমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। স্বভাবতই এই আন্দোলনে এক শোষণমুক্ত নতুন সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের স্বপ্ন এবং সকলের জন্য ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থার প্রত্যাশা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকার একটি আইনের মাধ্যমে দেশের তখনকার সব প্রাথমিক স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে প্রথম 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' গঠিত হয়। সেই কুদরত-ই-খুদা কমিশন ১৯৭৪ সালের পেশকৃত রিপোর্টে সুপারিশ করেন-'প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সর্বজনীন করতে হবে।' খুদা কমিশন প্রস্তাব করেন ১৯৭৫ সালের মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ১৯৭৬ সালে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। পরবর্তী প্রতি বছর এক এক শ্রেণিতে এই বাধ্যতা সম্প্রসারিত হবে। এভাবে ১৯৮০ সালে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এবং ১৯৮৩ সালে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হবে। এজন্য যেসব আনুষঙ্গিক কর্মসূচীর প্রস্তাব করে তার মধ্যে রয়েছে- যথেষ্ট শিক্ষক, পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা, স্কুলে দ্বিতীয় শিফ্‌ট প্রবর্তন, প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন, স্কুলে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ক্যাশ প্রোগ্রাম, প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ব্যাপক স্বাক্ষরতা কর্মসূচী। পরবর্তীতে যে সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হয় তার ফলে এ সকল প্রস্তাব বাস্তবায়ণ করা সম্ভব হয়নি।

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ 'শিশু অধিকারের সনদ' অনুমোদন করে, তাতে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সব শিশু-কিশোরের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘ ২০০০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বুনয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের কর্মসূচী গ্রহণ করে, সেই লক্ষে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বাংলাদেশ ১৯৯১ সালে ১লা জানুয়ারি থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করার ঘোষণা দেয়।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (Millennium Development Goals)-এর লক্ষমাত্রায় সর্বজনীনি প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

সেই লক্ষমাত্রার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিম্নের টেবিলে সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া হলো:

লক্ষ	বিশ্বব্যাপি লক্ষমাত্রা	বাংলাদেশের লক্ষমাত্রা	র্নিণায়ক	ভিত্তি বছর (১৯৯০-৯৫)	(২০০০-২০০২) সালের অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্য
র্সবজনীন প্রাথমিক শিক্ষা র্অজন	২০১৫ সালের মধ্যে প্রতিটি ছেলে -মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে সমর্থ হবে।	নেট অর্ন্তভূক্তির হার ১৯৯২ সালে ৭৩.৭% থেকে ২০১৫ এর মধ্যে ১০০% বাড়াতে হবে	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেট ভর্তির হার	৭৩.৭%	৮২.৭%	১০০%
		ঝরে পড়ার হার ১৯৯৪ সালে ৩৮% যা কমিয়ে ২০১৫ সালেরমধ্যে ০%	প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে পঞ্চমশ্রেণিসমাপ্ত করার হার	৪২.৫%	৮০.৬%	১০০%
		করতে হবে।	বয়স্ক (১৫+)শিক্ষার হার	৩৬.৬%	৩৮.৮%	

উৎস: সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রতিবেদন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,২০০৫

২০০০-২০০২ এর তথ্য অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৮২.৭%। ২০০৪ সালে নেট ভর্তির হার ৯৪% (UNDP: ২০০৬)। মোট বাজেটের (রাজস্ব এবং উন্নয়ন) কত অংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

বছর	সব খাত	শিক্ষা	সব খাতের অংশ (%)
১৯৯১-৯২	১৫০৫০০.০	১৯০৮৮.৫	১২.৬৮
১৯৯২-৯৩	১৬৬৩১০.০	২২৬৭৪.৩	১৩.৬৩
১৯৯৩-৯৪	১৮৭৫০০.০	২৭৬৫৮.৪	১৪.৭২
১৯৯৪-৯৫	২১৪৫০০.০	৩৫২৬২.৬	১৬.৪৪
১৯৯৫-৯৬	২২২৬০৯.০	৩৫২২৬.২	১৫.৮২
১৯৯৬-৯৭	২৪২৩৪৯.১	৩৮৪৭৩.২	১৫.৮৭
১৯৯৭-৯৮	২৬৭০০০.০	৪১৭৮৭.৮	২৫.৬৫
১৯৯৮-৯৯	৩০৭৬৫০.০	৪৭১৯০.০	১৫.৩৩
১৯৯৯-২০০০	৩৪৯৪৪০.০	৫২৩৮৬.১	১৪.৯৯
২০০০-০১	৩৭১৩৩০০	৫৮৫১৭.০	১৫.৭০
২০০১-০২	৩৭২৮৯১.৮	৫৮৭৭৫৫	১৫.৭৬
২০০২-০৩	৪২৯৭১০.০	৬৫০৩৭.৮	১৫.৫০
২০০৩-২০০৪	৪৮৬১৪৬.১	৬৭৩৯৮.২	১৩.৮৬

সূত্র: বেনবেইজ, ২০০৬।

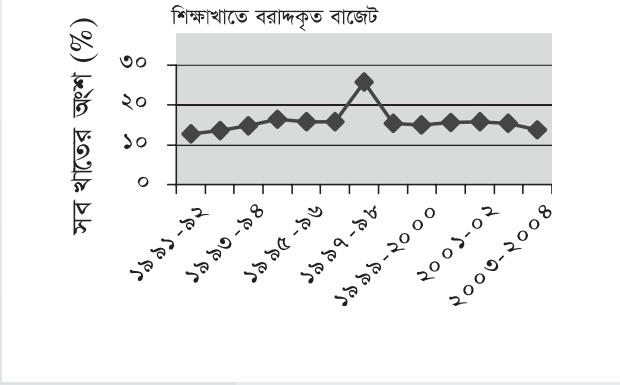

গবেষণার লক্ষ্য

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায়, বিভিন্ন ধারায় বিদ্যমান বৈষম্য গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা এবং একটি গুণগতমানসম্পন্ন সমরূপ শিক্ষার পথ উন্নয়ন করা যা বিভিন্ন ধারার মধ্যে অব্যাহতভাবে সমন্বয় সাধন করবে।

- বিভিন্ন ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় যেমন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুলের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যগুলো এবং এর মাধ্যমে সৃষ্ট ভিন্নতাসূচক ফলাফল শনাক্ত করা;
- একটি গুণগতমানসম্পন্ন সমরূপ শিক্ষার জন্য সবার কাছে গ্রহণীয় একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বগুলো ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরা;
- বিভিন্ন ধারার মধ্যে সংযোগ সাধণের পথ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের কাঠামো নির্মাণের জন্য বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্তদের ভূমিকা শনাক্ত করা।

সমীক্ষার পদ্ধতি

বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা গবেষণার মাধ্যমে বের করার জন্য যোগান-উৎপাদন যোগসূত্র বের করাসহ বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি গুণগতমানসম্পন্ন একীভূত শিক্ষার পথ উন্নয়ন করা, যা বিভিন্ন ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য র্বতমান গবেষণার কাজ করা হয়েছে। শিক্ষায় যোগান বলতে শিক্ষণ বিজ্ঞান, পাঠ্যক্রম, শিক্ষকবৃন্দের গুণগতমান, শিক্ষাব্যবস্থার আন্ত:কার্যকারিতা, শিক্ষায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়, শিক্ষক-ছাত্র/ছাত্রী অনুপাত এই বিষয়গুলিকে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিন্ন উৎপাদন এবং ফলাফল জানার জন্য বিভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠানের সহজপ্রাপ্যতা, প্রবেশযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতা জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারদাতা ও গবেষণাক্ষেত্র

গবেষণা এলাকা হিসেবে ছয়টি ভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য জানার জন্য বাংলাদেশের রাজশাহী শহরের উপশহর ও তেরখাদিয়া এলাকা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার মনাকষা ও হাউসনগর গ্রামকে নেয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যাদের কাছ থেকে-

- বিভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক
- বিভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ণরত ছেলেমেয়েদের অভিভাবক
- শিক্ষার্থী
- ইন্সট্রাক্টর
- জেলা শিক্ষা অফিসার
- পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ
- শিক্ষাবিদ
- এনজিও কর্মকর্তা

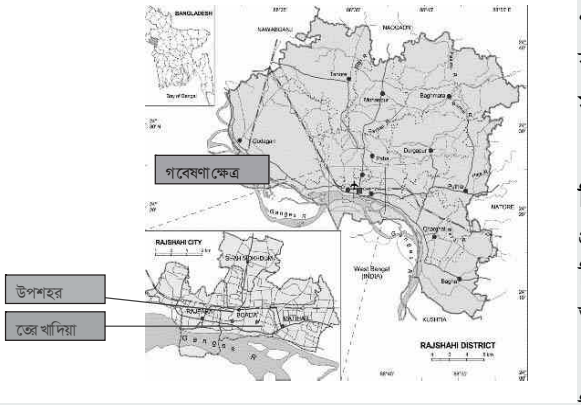

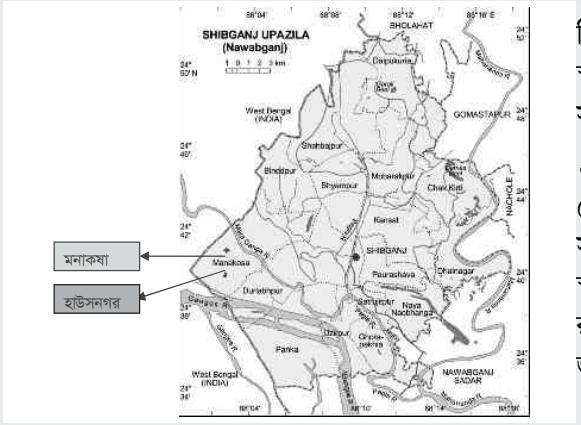

গবেষণায় একটি আংশিক কাঠামোগত প্রশ্নমালার সাহায্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

- **বিভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-** বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা হয়।
- **রাজনীতিবিদ-** স্কুল পরিচালনায় বিশেষত বেসরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ, অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যা এবং স্কুলের সমস্যাদি জানার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।
- **অভিভাবক-** সন্তানের লেখাপড়ার ব্যাপারে তারা কতটুকু সচেতন, কি লক্ষ্য নিয়ে সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, গৃহ শিক্ষক রাখতে হয় কিনা ইত্যাদি জানার জন্য।

- **সরকারী কর্মকর্তা-** দেশের সব কিন্ডারগার্টেন পরিদর্শন এবং সমন্বয়ের জন্য সরকারী নিয়ম এবং নির্দেশনা রয়েছে কি-না, সরকারী স্কুল পরিচালনায় কি কি সমস্যা রয়েছে, বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় কি কি বৈষম্য রয়েছে, এনজিও পরিচালিত স্কুলগুলো পরিদর্শনের ব্যবস্থা সরকারীভাবে রয়েছে কি-না, একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নে কি কি দ্বন্দ্ব রয়েছে বিষয়ে জানার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

- **দেশের শিক্ষাবিদগণ**-বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য, একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের পদ্ধতি এবং দ্বন্দ্বগুলি জানার জন্য।

তথ্য প্রদানকারীর সংখ্যা এবং প্রতিষ্ঠানের ধরণ নিম্নে দেয়া হলো:

তথ্য সংগ্রহের উৎস	এলাকার নাম	থানা ও জেলা	তথ্য প্রদান কারীর সংখ্যা				মোট
			প্রধান শিক্ষক	ছাত্র	ছাত্রী	অভিভাবক	
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উপশহর	বোয়ালিয়া,রাজশাহী	১	৩	২	৩	৯
	মনাকষা	শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ	১	৩	২	৩	৯
নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তেরখাদিয়া	বোয়ালিয়া,রাজশাহী	১	৩	২	৩	৯
	মনাকষা	শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ	১	৩	২	৩	৯
অনিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তেরখাদিয়া	বোয়ালিয়া,রাজশাহী	১	৩	২	৩	৯
	মনাকষা	শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ	১	৩	২	৩	৯
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	তেরখাদিয়া	বোয়ালিয়া,রাজশাহী	১	৩	২	৩	৯
	মনকষা	শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ	১	৩	২	৩	৯
কিন্ডারগার্টেন স্কুল	উপশহর	বোয়ালিয়া,রাজশাহী	১	৩	২	৩	৯
	মনাকষা	শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ	১	৩	২	৩	৯
এনজিও পরিচালিত স্কুল (ব্র্যাক)	চামারপাড়া	বোয়ালিয়া,রাজশাহী	১	৩	২	৩	৯
	হাউসনগর	শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ	১	৩	২	৩	৯
মোট			১২	৩৬	২৪	৩৬	১০৮

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের তথ্য প্রদানকারীর সংখ্যা:

তথ্য সংগ্রহের উৎস		অবস্থান	তথ্য প্রদান কারীর সংখ্যা
শিক্ষা সংশিষ্ট ব্যক্তির্বগ এবং প্রতিষ্ঠান সমূহ	সহকারী ইন্সট্রাক্টর	রাজশাহী ও ঢাকা, URC	৪
	ইন্সট্রাক্টর	রাজশাহী,URC	১
	জেলা শিক্ষা র্কমর্কতা	জেলা শিক্ষা অফিস,রাজশাহী	১
	পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ	NAPE, ময়মনসিংহ	১
	সম্পর্কিত সংস্থা (এনজিও)	ব্র্যাক, প্রশিকা	২
	শিক্ষাবিদ	ঢাকা, রাজশাহী	২
মোট			১১

গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস জানার জন্য প্রতিটি ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাথে আংশিক কাঠামোগত প্রশ্নমালা এবং পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের কেস স্টাডি জানা হয়।
- শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রার মান, নির্দিষ্ট শ্রেণি শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হওয়ার কারণ, অর্জিত শিক্ষায় ভিন্নতার কারণ, প্রতিষ্ঠানগত এবং অবকাঠামোগত ভিন্নতা, বিষয়ভিত্তিক ভাল লাগা বা মন্দ লাগার কারণ এবং তাদের জীবনের লক্ষ জানার জন্য আংশিক কাঠামোগত প্রশ্নমালার সাহায্যে মৌখিক বিবৃতি নেয়া হয়।

গবেষণার বিষয় ও পরিকল্পনা

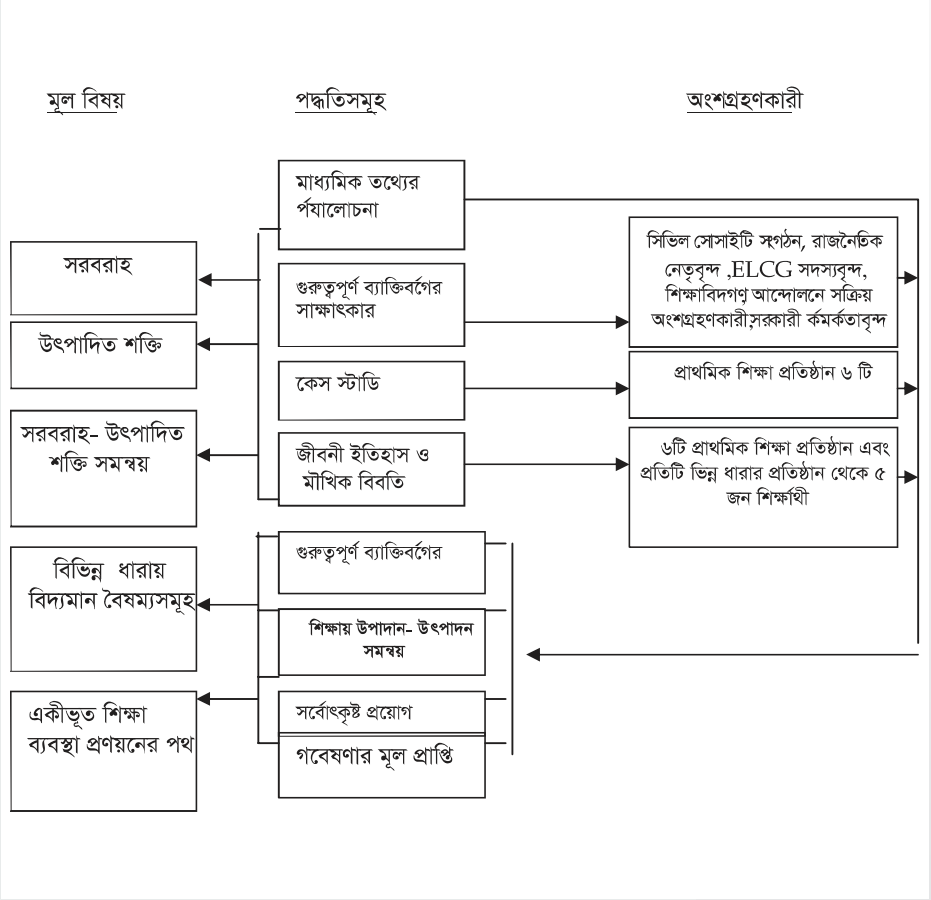

প্রাথমিক শিক্ষার ধারাসমূহের স্বরূপ

বর্তমানে বাংলাদেশে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী আইনের মাধ্যমে ছয় থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করা হয়েছে। সারা দেশে বিভিন্ন ধারার বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে। বাংলাদেশ সরকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা প্রদান করার মতো পরিবেশ তৈরি করেছে ফলে সারা দেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে ৮৬,০০০ এবং মোট ১,৮৪ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০৫)।

বাংলাদেশে সরকারীভাবে স্বীকৃত মোট ১১ ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যদিও বিভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে তারপরও এখন পর্যন্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সবচেয়ে বড় ভূমিকায় রয়েছে। সেসবের মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, মোট ৩৭,৬৭২ টি বিদ্যালয় সারা দেশে রয়েছে (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০৫), যেখানে ১৭,৯৫৩,৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে এবং ১,৭০,০৯৭ জন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০৬)। মোট ৬১ ভাগ শিক্ষার্থী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। বাকীরা নিবন্ধনকৃত ও অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা এবং এনজিও স্কুলে পড়ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়েছে। জাতীয় বাজেটের ১৪ ভাগ শিক্ষাখাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং তারমধ্যে ৪৩ ভাগ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০৫)। বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় বরাদ্দ বড়ানো সত্ত্বেও শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত অন্য যে কোন উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশি। দেশে গড় জাতীয় শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত প্রায় ১:৪৬ অথচ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক- ছাত্র অনুপাত ১:৫৮।

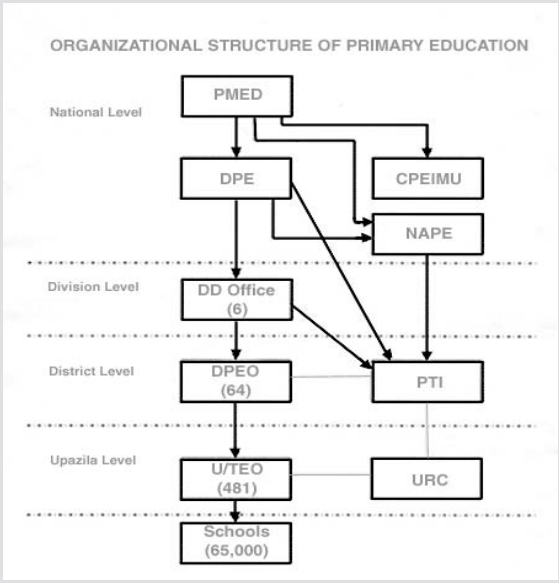

PMED- Primary and Mass Education
DPE- Directorate of Primary Education
CPEIMU- Compulsory Primary Education Implementation and Monitoring Unit
NAPE - National Academy of Primary Education
DD Offices- Deputy Directors Offies
DPEO- District Primary Education Officer
PTI- Primary Training Institute
U/TEO- Upazila/Thana Education Officer
URC- Upazila Resource Centre

সরকারী, নিবন্ধনকৃত বেসরকারী, অনিবন্ধকৃত বেসরকারী এবং প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের সংখ্যা দেয়া হলো:

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত	শিক্ষকেরসংখ্যা		ছাত্র সংখ্যা	
	মোট		মোট	নারী	মোট	নারী
সরকারী	৩৭৬৭২	১:৫৮	১৬২০৮৪	৭১৭৪০	৯৪৮৩৮৯১	৪৮৪৮০৪৯
নিবন্ধনকৃত বেসরকারী	১৯৬৮২	১:৪৭	৭৬৫৬৬	২২৮৩৩	৩৫৭২৬৮৬	১৮০২৬০৫
অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী	৯৪৬	১:৪৬	৩৪৫৬	২২০০	১৫৮০৫৯	৭৮৯৮৬
পিটিআইসংলগ্ন	৫৪	১:৪৪	২২৩	৮৪	৯৮২৮	৪৭৬২
প্রাইভেট	৪২৭২৫	১:৩৭	১৮২৭০৫	৫৩২৫০	৬৭৪১৭৬৭	৩২৮৬৩৮৮
মোট	৮০৩৯৭	গড় ১:৪৬	৩৪৪৭৮৯	১২৪৯৯০	১৬২২৫৬৫৮	৮১৩৪৪৩৭

সূত্রঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ২০০৫

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৩ সাল থেকে "শিক্ষার বিণিময়ে খাদ্য" (Food for Education) কর্মসূচী প্রণয়ন করে যাতে দরিদ্র বাবা-মায়েরা সন্তানদের জন্য এটি সুযোগ খরচের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়। পরবর্তীতে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর থেকে "শিক্ষার বিণিময়ে খাদ্য" কর্মসূচী "আর্থিক সহায়তামূলক বৃত্তি" (Cash Support Stipend) র্কমসূচীতে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এই কর্মসূচীর আওতায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের বাবা-মাকে প্রতিমাসে একটি সন্তান স্কুলে পাঠানোর জন্য ১০০ টাকা এবং একের বেশি সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর জন্য ১২৫ টাকা করে প্রদান করা হয়। এই লক্ষে বাংলাদেশ সরকার ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ৫,২০০ মিলিয়ন টাকা (৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাজেট বরাদ্দ দেয় (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০৫)। লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর জন্য এবং উন্নয়ন র্কমকান্ডে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষে মহিলা শিকক্ষ নিয়োগের জন্য ৬০ ভাগ কোটা বরাদ্দ দেয়া হয়। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমানে মহিলা শিক্ষার হার ৩৭.৬ যেখানে ১৯৯০ সালে ছিল মাত্র ২০.৫৭ ভাগ (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০৫)। মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর জন্য সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের বাবা-মাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য বেশকিছু কর্মসূচী নেয়ার ফলে ২০০০ সালের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার ৬৮:৬৩। ছেলে এবং মেয়েদের ভর্তি হার ৮০ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার ৭২ হওয়া সত্ত্বেও এটি উল্লেখ্য যে, প্রায় ৪০ ভাগ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পূর্বেই তাদের বয়স অতিক্রম করে যায় (চৌধুরী এবং অন্যান্য, ২০০০)। তাছাড়া যারা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে তারাও পরিপূর্ণভাবে শিখে না, এডুকেশন ওয়াচ ২০০০ এর সমীক্ষা থেকে জানা যায়, প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পরও থেকে যায় অশিক্ষিত অথবা আধা-শিক্ষিত।

বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে মোট ১৯,৬৮২ টি। অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে মোট ৯৪৬ টি, কিন্ডারগার্টেন ২২৮১ টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৩৫৩১টি এবং এন জি ও পরিচালিত স্কুল ২৮৯ টি (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০৫)।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বাজেট বরাদ্দ			
	২০০৪-২০০৫	২০০৫-২০০৬	২০০৬-২০০৭	বরাদ্দ বৃদ্ধির গড় হার
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৪৯৪৬,৫৩,০০০	১৬৯১,২৫,৯৬,০০০ বৃদ্ধির হার(৩৮%)	১৯,৪৩,৬২,০১,০০০ বৃদ্ধির হার(১৩%)	২৫%
সরকারী মাদ্রাসা	১,৪৪,৪৫,০০০	২,২৯,৯০,০০০ বৃদ্ধির হার(৩৭%)	২,৭২,৮০০০০ বৃদ্ধির হার(১৬%)	২৬%

সূত্রঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক বাজেট, ২০০৬-২০০৭।

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা একটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মূল ধারার পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষার একটি ধারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল এই পাঁচ স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষায় এবতেদায়ী মাদ্রাসা পাঁচ বছর মেয়াদী। ছয় থেকে দশ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। এটি প্রাথমিক শিক্ষার সমমান। এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্ন্তভূক্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অধিদপ্তরভূক্ত। বেশিরভাগ মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে এলাকার মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং সহযোগিতার ফলে। এগুলো পরিচালিত হয়, বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের দ্বারা। বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষকবৃন্দকে উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে একটি সীমিত বেতন প্রদান করে থাকে। এবতেদায়ী শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করছে মাদ্রাসা বোর্ড। এটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসা সমূহের স্বীকৃতি প্রদান করাও এই বোর্ডের দায়িত্ব। বর্তমানে দেশে ৩৫৩১টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং ৮৩২৯ টি উচ্চ মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। তা সত্ত্বেও শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের পূর্বে এই দীর্ঘ সময়ে সরকারীভাবে অর্থ বরাদ্দ ছিল না। বিষয়টি নিম্নে একটি টেবিলে তা তুলে ধরা হলো:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বাজেট বরাদ্দ		
	২০০৪-২০০৫	২০০৫-২০০৬	২০০৬-২০০৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১০,৭৮,৪৪,০০০	১৭,৭০,৩৭,০০০	২০,৭২৮৬,০০০
মাদ্রাসা শিক্ষকপ্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	০	০	১,৭৮,০১,০০০

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০৬-২০০৭।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরে মাদ্রাসার অধ্য বলেন- মাদ্রাসা বোর্ডের বই শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকগণ নিজস্ব চেষ্টা এবং জ্ঞান দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ভালভাবে পড়াতে কিন্তু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান এবং শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ না থাকায় তারা দক্ষতার সাথে পড়াতে পারছেন না। শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের অভাব দেখা যায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর ক্ষেত্রেও।

সরকারীভাবে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে ২০০৫ সালে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা ২২৮১ টি, কিন্তু শুধু ঢাকা শহরেই ২০০০ সাল র্পযন্ত ৭০০০ কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম, প্রি-ক্যাডেট গড়ে উঠেছে বলে এক জরীপে প্রকাশ (হুমায়র কবীর: ২০০৬)। এসব স্কুলে পাঠ্যসূচী, পাঠ্যতালিকা নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ, নিজেদের পদ্ধতি এবং ধারণাজাত। মূলত ইংলিশ মিডিয়াম ও বাংলা মিডিয়াম এই দুইভাগে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি বর্তমানে চালু রয়েছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও এসবের অধিকাংশই বিদেশের শিক্ষা পদ্ধতি এবং কারিকুলাম মেনে চলে। স্কুলগুলো দাবি করছে, বাইরের শিক্ষা পদ্ধতি মেনে চলায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মান অনেক উন্নত। তবে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা যায় এ শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্যকে ধারণ করে না। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত শ্রেনির ছেলেমেয়েরাই পড়ার যোগ্যতা রাখে। বেতন, ভর্তি ফি, বইয়ের ক্রয়মূল্য এতটাই বেশি যে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেনির জন্য তা ধরাঁছোয়ার বাইরে।

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী ব্যবস্থার সম্পূরক ভূমিকায় একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও কাজ করছে স্বাধীনতার পর থেকেই। নিবন্ধনকৃত এনজিও রয়েছে ১৮৯৬ টি কিন্তু এর বাইরে রয়েছে ২৫০০০ এর মতো এনজিও, যার মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত

এরকম এনজিও-এর সংখ্যা কম নয়। (হুমায়ুন কবীর: ২০০৬) উল্লেখযোগ্য এনজিও যারা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক, প্রশিকা, অপরাজেয় বাংলাদেশ, কারিতাস বাংলাদেশ, কেয়ার বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, প্ল্যান বাংলাদেশ, ইউসেপ বাংলাদেশ ইত্যাদি। এসব এনজিও তাদের নিজস্ব যুক্তি এবং লক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের শহরে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটি এনজিও নিজস্ব পরিকল্পনায় এবং দাতা গোষ্ঠীর পরামর্শ নিয়ে শিক্ষা কারিকুলাম, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষা-বছর, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে স্কুল পরিচালনা করছে। তবে একথা সত্যি এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে বিশেষভাবে।

ব্র্যাক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও পুরনো এনজিও প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে গড়ে উঠা এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে শিক্ষার প্রচারে এবং প্রসারে সরকারী কার্যক্রমের পর ব্র্যাকের রয়েছে ব্যাপক কর্মসূচী। শুরুতে ১৯৮৫ সালে ২২ টি গ্রামে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এর পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩০, মোট ২ কিলোমিটার জায়গার ছেলেমেয়েরা একটি স্কুলে পড়ে। ৬০ থেকে ৭০ ভাগ শিক্ষক মহিলা, তাদের সর্বনিম্ন যোগ্যতা এস এস সি। শুরুতে ১৫ দিনের একটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টারে। এছাড়া প্রতিমাসে এক থেকে দুই দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় নিকটস্থ ব্র্যাক কার্যালয়ে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর বাবা-মা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা উপকরণ কিনে দিতে অসমর্থ। ফলে ব্র্যাক অফিস সমস্ত শিক্ষণ ও শিক্ষার্থী উপকরণ প্রদান করে থাকে, পেন্সিল, নোটবুক, টেক্সটবুক, শিক্ষক নির্দেশনা, শ্লেট, চক ইত্যাদি। ৮-১০ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য ৩ বছর মেয়াদী শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রতিদিন ২.৫ থেকে ৩ ঘন্টা মেয়াদি ক্লাস, সপ্তাহে ৬ দিন বছরে ২৬৮ দিন ক্লাস হয়। এক কক্ষ বিশিষ্ট ঘর ভাড়া নিয়ে স্কুলের কার্যক্রম চলে। ছাত্র-ছাত্রী বাঁশের চাটাই বা ছালার চট মাটিতে বিছিয়ে গোল আকৃতি হয়ে বসে এবং শিক্ষক তাদের সামনে বসেন। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেনি পর্যন্ত পাঠ্যক্রম এবং বই ব্র্যাক নিজস্ব প্রকাশনা থেকে প্রকাশ করে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেনির জন্য সরকারী বই শিক্ষার্থীদের প্রদান করে থাকে। নিজস্ব প্রকাশনার বই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড থেকে প্রকাশিত বইয়ের কাছাকাছি রাখা হয়েছে তবে তুলনামূলকভাবে কিছুটা সহজ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রতিটি অধ্যায়ে (Ahmed at all: ১৯৯৩)।

নিম্নে ছয়টি ভিন্ন ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কেস স্টাডি তুলে ধরা হলো ঃ

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

স্কুল ভবনের প্রতি ইটের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে অনেক জ্ঞানী আর প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের নিরলস কর্মতৎপরতা, রয়েছে অনেক ত্যাগ আর কর্ম প্রচেষ্টা। আজ প্রায় চার দশক ধরে ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠা পাঠশালায়, যেখানে পাঠ শেষে প্রতিটি শিক্ষার্থী ৫৩ টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করে নিজেকে যোগ্য স্বপ্নচারী হিসেবে গড়ে তোলবার কথা, তার কতখানি সার্থক রূপ সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে সে বিষয়ে ঐ স্কুলেরই একজন যোগ্য শিক্ষিকা শামসুন্নাহার বেগমের কাছে জানতে চাই। তাঁর ভাষায়-"সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রতি সমাজের বিত্তবানদের নিরাসক্ত

দৃষ্টিভঙ্গী, অভিভাবকদের অসচেতনতা, ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বৃদ্ধি আর শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব সব নিয়ে স্কুলের বাচ্চাদের স্বপ্ন খুব বেশি দূর আর প্রসারিত হয় না আজকাল।'

১৯৬৮ সালে প্রফেসর শামসুল হক সমাজের কয়েকজন বিদ্যুৎসাহীকে নিয়ে গড়ে তুলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। এটি শুরুতে ছিল রাজশাহী শহরের উপশহর হাউজিং এষ্টেটের প্রশাসনিক ভবন। পরবর্তীতে প্রশাসনিক ভবনকে অন্যত্র সরিয়ে সামান্য বিল্ডিং নিয়ে বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭৩ সালে দেশে সব স্কুলের সাথে এটিকেও জতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানার মডেল স্কুল হিসাবে এটি প্রতিষ্ঠিত।

একসময় এ স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ব্যাপক। সে তুলনায় আজকের সামাজিক বাস্তবতায় ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা কম। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিত্তশালী পরিবারের সন্তানদের পড়াতে অভিভাবকের অসাচ্ছন্দ্যবোধ থেকে শুরু করে অনেক কারণই এর পিছনে রয়েছে।

স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মোট ১১ জন সদস্য রয়েছে। প্রধান শিক্ষক, সমাজের বিদ্যুৎসাহী, নিকটস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধি, স্কুলের জমি দানকারী এবং অভিভাবক মিলে এই কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া স্কুলে শিক্ষক-অভিভাবক কল্যাণ কমিটি রয়েছে। এ কমিটির দায়িত্ব, স্কুল পরিচালনার জন্য প্রাপ্ত ফান্ডকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাবপত্র ঠিক রাখা। স্কুলে প্রয়োজনীয় চক-ডাস্টার ও খাতাপত্র কেনার জন্য ছয় মাসে ২০০০ টাকা সরকারীভাবে দেয়া হয় কন্টিজেনসি বিল হিসাবে, এর বাইরের খরচ নিজেদের উদ্যোগে মিটাতে হয়। স্কুলের পাশে কিছু দোকান ঘর তৈরি করে ভাড়া দেয়া আছে যা থেকে মাসে কিছু আয় হয়, বিত্তবান অভিভাবকেরা এবং সমাজের ধণী ব্যক্তিগণ অনেক সময় স্কুল পরিচালনা বাবদ স্কুলকে দেন যা দিয়ে স্কুলের বাকি খরচ চলে।

এই স্কুলটি ১৯৮৩ সালে বোয়ালিয়া থানায় মডেল স্কুল হিসবে প্রতিষ্ঠা পায়। ছাত্র-ছাত্রী বেশি থাকায় এখানে সেসময় থেকে শিক্ষকের সংখ্যাও বেশি ছিল। বর্তমানে স্কুলটিতে শিক্ষকের সংখ্যা ১০ জন, যদিও ২ জন বদলি জনিত কারণে বর্তমানে অনুপস্থিত আছেন বলে উল্লেখ করেন স্কুলের শিক্ষকগণ। এ স্কুলের সবাই প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া প্রতি মাসে থানা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক ক্লাসটার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। একাডেমিক যোগ্যতায় ২ জন (২০%) মাস্টার্স পাশ, ৩ জন (৩০%) ডিগ্রী পাশ, এবং ৫ জন (৫০%) এইচ এস সি পাশ রয়েছেন। স্কুলের শিক্ষক বেতন বর্তমান স্কেলে আছে:

পদবী	বেতনস্কেল	বাড়িভাড়া	চিকিৎসা ভাতা	টিফিন	মোট	গ্র্যাচুইটি	কল্যাণ ট্রাস্ট র্কতন	পাওনা
প্রধান শিক্ষক	৩৫০০	১৭৫০	৫০০	১০০	৫৮৫০	২০০	২৬	৫৬২৪
সহকারী শিক্ষক	৩১০০	১৫৫০	৪০০	১০০	৫১৫০	২০০	২৬	৪৯২৪

মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩৫০ জন। এতে ছাত্রী ৬০% এবং ছাত্র আছে ৪০%। প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সফলভাবে পাশ করার হার ৯৫% কিন্তু তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সফলভাবে শেষ করার হার বেশ কম (৫০%)। তার অন্যতম প্রধান কারণ বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে সরকারী স্কুলে ভর্তি হয়ে যায় যে স্কুলগুলিতে মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। সেসব মাধ্যমিক স্কুলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণী পাশ করার পর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

স্কুলের পাঠ্যক্রম

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যেভাবে নির্দেশাবলী দেয়া আছে সে অনুযায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম শ্রেণিতে বাংলা, অংক, ইংরেজি ১০০ নাম্বার এবং সাধারণ জ্ঞানে -পরিবেশ পরিচিতি ও ধর্ম ২৫ নাম্বার করে মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। দ্বিতীয় শ্রেণিতে সবগুলো বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, অংক, ইংরেজি,সমাজ, বিজ্ঞান, ধর্ম এই পাচঁটি বিষয়ের পরীক্ষা ১০০ নাম্বার করে এবং চারুকারু ও শারিরীক শিক্ষা বিষয়ক দুটি পরীক্ষা ২৫ নাম্বার করে নেয়া হয়। চারুকারু পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা ছবি আকাঁ এবং সৃজনশীল জিনিস তৈরি করে। এই দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বই প্রকাশিত হয় না তবে শিক্ষক সংস্করণে পড়ানোর নির্দেশনা দেয়া আছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বই বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের বিতরণ করা হয়।

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চর্তুথ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
বাংলা	বাংলা	বাংলা	বাংলা	বাংলা
অংক	অংক	অংক	অংক	অংক
ইংরেজি	ইংরেজি	ইংরেজি	ইংরেজি	ইংরেজি
সাধারণ জ্ঞান-	সাধারণ জ্ঞান-	সমাজ	সমাজ	সমাজ
পরিবেশ পরিচিতি	পরিবেশ পরিচিতি	বিজ্ঞান	বিজ্ঞান	বিজ্ঞান
ধর্ম	ধর্ম	ধর্ম	ধর্ম	ধর্ম
		চারুকারু শারিরীক শিক্ষা	চারুকারু শারিরীক শিক্ষা	চারুকারু শারিরীক শিক্ষা

সরকারীভাবে নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার এবং জেলা শিক্ষা অফিসার প্রতি মাসে স্কুল পরিদর্শন করেন। স্কুলের ক্যাম্পাসের সাথেই রয়েছে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার। সেখানে আছেন সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ইন্সট্রাক্টর যারা নিয়মিত এই স্কুল পরিদর্শন করেন।

স্কুলে পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারীভাবে কেরাম, লুডু, দড়ি লাফানো খেলার উপকরণসহ ইনডোর গেইমের সব উপকরণ রয়েছে। স্কুলটিতে শিক্ষকদের নিজেদের উদ্যোগে ছেলেমেয়েদের একটি ইউনিফর্ম পরার ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তাদের জীবনের লক্ষ্য, বড় হয়ে উঠার পরিবেশ নিয়ে কথা হয়। ৪৫% ছেলে-মেয়ে জানাল বড় হয়ে তারা ডাক্তার হতে চায়, ২০% ইঞ্জিনিয়ার, ১০% শিক এবং ২৫% ছেলেমেয়ে যে কোন চাকুরি করতে চায়। তবে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সেসব ইচ্ছাকে সমর্থন করে না।

বেশিরভাগ সন্তানের বাবা-মা টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত। সামান্য মুদির দোকান অথবা ছোটখাট চাকুরি নিয়ে ৮ সদস্যের পরিবারের খাদ্যের সংস্থানের কথা জানালেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা।

স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে কঠিন লাগে অংক (৫০%), ইংরেজি কঠিন লাগে ৪০% ছাত্র-ছাত্রীর আর সবার সবচেয়ে সহজ এবং ভাললাগে বাংলা পড়তে। উত্তর একটাই, বাংলা সহজে বোঝা যায় কিন্তু অংক এবং ইংরেজি বোঝা যায় না। পড়া না পারলে স্কুল শিক্ষক তাদের খুব কড়া শাস্তি দেন না বলে জানাল তারা, হাতে মাঝ মাঝে বেত দিয়ে বাড়ি দেয়। অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন। বড় হয়ে তারা মানুষের মতো মানুষ হবে এই ভরসায় তাদের সন্তানদের প্রাথমিক স্কুলের পর ভাল কোন সরকারী স্কুলে পড়াবেন। এ স্কুলের সমস্যা হলো এখানে বাচ্চাদের যত্ন নেয়া হয় কম কিন্তু প্রাইভেট স্কুলগুলোতে যত্ন নেয়া হয় বেশি। বাড়িতে বাবা-মা সচেতন না হলে শুধু স্কুলের পড়া দিয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে না বললেন একজন অভিভবক। মাঝে মাঝে কঠিন বিষয়ের জন্য গৃহ শিক্ষক রাখতে হয় বলেও জানালেন।

স্কুলের শির্ক্ষাথীদের পরিবারের র্আথ-সামাজিক অবস্থা:

বাবা-মায়ের শিক্ষা	পরিবারের র্কসংস্থান	পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা
নিরক্ষর-৩০% ৩য় -৫ম-৩০% ৫ম-৮ম-২৫% তর্দুদ্ধ-১৫%	মুদির দোকান-৬০% ব্যবসা-১০% সরকারী চাকুরি-২০% অন্যান্য-১০%	৬

স্কুল পরিচালনায় আর্থিক সমস্যা থেকে শুরু করে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। স্কুলের শ্রেণীকক্ষে ছেলে মেয়ে বসার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নেই। সেনিটেশন ভাল ব্যবস্থা নয়। মোট ৪ টি টয়লেট রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প এবং মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। খেলার মাঠটি আয়তণে বেশ ছোট। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম যেভাবে ক্রমান্বয়ে আধুনিক করা হয়, শিক্ষক সংস্করণ সে অনুযায়ী আধুনিক করা হয় না ফলে বই বদল হচ্ছে কিন্তু শিক্ষকরা সে অনুযায়ী নিজেদের তৈরি করতে পারছেন না। স্কুলে শিক্ষক ছাড়া স্কুল পরিষ্কার রাখার জন্য কর্মচারী এবং নৈশ প্রহরী সরকারীভাবে নিয়োগ না দেয়ায় রক্ষণাবেক্ষণে বেশ অসুবিধা রয়েছে। স্কুলে একজন আয়া নিজেদের উদ্যোগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ফলে তার বেতনের দিকটি নিয়ে স্কুলের শিক্ষককে বেগ পেতে হয়। স্কুলের শিক্ষকদের দিয়ে ভোটার লিস্ট, শিশু জরীপ, টিকা দান, সেনিটেশনের জরীপ কাজ বিভিন্ন সময় সরকারীভাবে করানো হয় যার ফলে

সে সময়টাতে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এছাড়া এসব কাজের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন সন্মানীর ব্যবস্থা থাকে না, এসব কাজকে তারা বেগার খাটা হিসাবেই উল্লেখ করলেন। মিউনিসিপালিটির অধীনস্ত স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপ-বৃত্তির ব্যবস্থা নেই ফলে স্কুলে ছাত্র ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরা এই স্কুলে বেশি পড়ে এবং পড়ার ফাকে টিফিনের ব্যবস্থা নিজেরা করতে না পারায় তাদের পড়ায় মনোযোগ থাকে না বলে জানিয়েছেন স্কুলের শিক্ষকগণ।

নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

লিয়াকত কাদির স্বপ্ন দেখতেন এলাকার ছেলেমেয়েরা সুন্দর পরিবেশে লেখাপড়া শিখবে। জাতি গঠনে পালন করবে দায়িত্বশীল ভূমিকা। সে স্বপ্নের শুরু তার শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার পর থেকেই। তার চিন্তার অংশিদার জুটে যায় তাঁরই মতো উন্নয়নকামী কয়েকজন। এলাকার ওয়ার্ড কমিশনার মুরাদ আলী, তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার সেলিম সরদার প্রত্যক্ষভাবে কাজ শুরু করেন লিয়াকত কাদিরের সাথে। সেলিম সরদার স্কুলের জন্য জমি দান করেন এবং এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় এক, দুই করে স্কুলের পদযাত্রা। স্কুল পরিচালনার দায়িত্বভার নেন লিয়াকত কাদির। বর্তমানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে আছেন তিনি। তাঁর যত্নে গড়া স্কুলের সাফল্য ব্যর্থতার কথা জানালেন তিনি নিজেই।

তেরখাদিয়া প্রগতি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে ১৯৮৯ সাল থেকে। এটি রাজশাহীর সেনানিবাস থেকে ২ মাইল দূরে, উপশহরের বেশ কাছে অবস্থিত। স্কুলটি নিবন্ধনকৃত হয় ১৯৯১ সালে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয়টিতে মোট চারজন শিক্ষক আছেন। এল জি ই ডির অর্থায়নে ১৯৯৪ সালে বিদ্যালয়ের ভবন নির্মিত হয়। দ্বিতল ভবনটিতে মোট ৬ টি কক্ষ রয়েছে। ৪ টি শ্রেণিকক্ষ বাকী কক্ষ শিক্ষকদের বসার জন্য রয়েছে। এল জি ই ডি-র অর্থায়নে দেশের ৯৫% বেসরকারি নিবন্ধনকৃত স্কুলে ১৯৯৫ সালে একতলা বিশিষ্ট দালান ঘর গড়ে উঠে। স্কুল পরিচালনার জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। প্রধান শিক্ষক, দাতা, অভিভাবক, নিকটস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ওয়ার্ড কমিশনার এবং সমাজের বিদ্যুৎসাহীদের নিয়ে গঠিত এই কমিটি।

স্কুলে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পড়ানো হয়। এর বাইরে স্কুলে নিজেদের উদ্যোগে একটি শিশুশ্রেণি রয়েছে । শিক্ষকগণ নিজেরাই একটি পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে তাদের শিক্ষা দেন যাতে বাচ্চারা প্রথম শ্রেণিতে ক্লাশ শুরু করার পূর্বে কিছুটা মান তৈরি করে নিতে পারে। এর মাধ্যমে প্রথম শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হারও বেশি থাকে। বেসরকারী নিবন্ধনকৃত স্কুলগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই (৯৫%) দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা

পড়ালেখা করে। ফলে বই সরকার থেকে বিনামূল্যে বিতরণ করলেও খাতা-কলম কেনার মতো সামর্থ্য তাদের বেশির ভাগেরই নেই। পড়া চালিয়ে যাবার ব্যাপারে বাড়ি থেকে সাহায্যও তেমন পাওয়া যায় না। পৌরসভার (মিউনিসিপালিটির) অন্তর্ভূক্ত স্কুলগুলোতে উপবৃত্তির ব্যবস্থা না থাকায় বাবা-মায়েরা সন্তানের পড়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না। কেননা, এসময়টাতে অন্যত্র কাজের সুযোগ খরচ বেশি। ছেলেমেয়ে ভর্তি এবং পড়াশেষ করার হার প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বেশি (৯৫%)। এরপর থেকে অনেকে প্রাথমিক সহ মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয় (১৫%) আবার অনেকে পড়া শেষ না করে ঝরে পড়ে (১০%)। কথা হয়, স্কুলের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেনিতে পড়ুয়া কয়েকজন ছেলেমেয়ের সাথে। কথা বলে জানা গেল প্রায় সবার বাবা অত্যন্ত নিম্ন আয়ের কাজ করে, একজনের বাবা মাটি কাটার কাজ করে, আরেকজনের সিটি করপোরেশনের পিয়ন, আরেকজনের বাবা মারা গেছে, মামা গাড়ি চালিয়ে সংসার দেখে। এই পরিস্থিতিতে তারা পড়া চালিয়ে যাচ্ছে তবে অনেকসময় খাতা কলম কিনতে অসুবিধা হয় বলে জানাল। সারাদিন (দুপুর ১২:৩০ থেকে ৪:০০ টা) পর্যন্ত স্কুলে থেকে পড়তে ক্ষুধা লাগে তবে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে বলে জানায়। স্কুল থেকে অর্ধেক বই নতুন দেয় আর অর্ধেক বই পুরোনো দেয়। পুরোনো বইয়ের বেশির ভাগই ছেঁড়া থাকে ফলে পড়া যায় না বলে অভিযোগ জানাল তারা। এ বিষয়টি শিক্ষকেরা স্বীকার করলেন, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণিতে তিনটি বই নতুন এবং তিনটি বই পুরাতন আসে বোর্ড থেকে। ১ম, ২য় ও ৫ম শ্রেণির জন্য সব বই নতুন আসে। এটি কয়েক বছর ধরে চলছে বলে জানালেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের কিছু করার থাকে না। তবে এই সমস্যাটির সমাধান হওয়া দরকার। পড়া শেষ করে বড় হয়ে কি করবে তার উত্তরে খুব সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পাওয়া গেল না। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র হাফিজ শেখের বাবা রাজশাহী সিটি করপোরেশনের পিয়ন হিসেবে কাজ করেন, সেও বড় হয়ে সিটি কর্পোরেশনে কাজ করবে জানাল। প্রকৃত অর্থে দেখা যাচ্ছে স্কুল গুলোতে পড়ার পর কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠছে না।

নাম : শাহ মো: সাঈম
শ্রেণি: পঞ্চম
বয়স: ৯
বাবার পেশা: ইলেট্রিক কাজ
স্কুলের বেতন: নেই
পরীক্ষার ফিস:১৫ টাকা

"আমার মা বলে বড় হয়ে আমি ব্যাংকের অফিসার হব"- বলছিল ৯ বছর বয়সের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সাঈম। দুই ভাইবোন আর বাবা-মা নিয়ে সংসার। সাঈম সবার বড়। শিক্ষকেরা পড়া না পারলে মার দেয় কিন্তু আমি কখনো মার খাইনি। ঠিকমতো পড়া শেষ করে রাতে ঘুমাতে যায় সে বলল। পড়তে সহজ লাগে বাংলা তবে সবচেয়ে কঠিন লাগে ইংরেজি। এই স্কুল পাশ করে সে ভাল একটা স্কুলে ভর্তি হবে, যাতে ভাল ফল করা যায়।

স্কুলটিতে মোট চারজন শিক্ষক আছেন, দুইজন পুরুষ শিক্ষক এবং দুইজন মহিলা শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক স্নাতক এবং সহকারী শিক্ষকবৃন্দ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। সবাই প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পি টি আই) থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। জেলা শিক্ষা অফিস থেকে শিক্ষকদের প্রশিণের বিষয়টি দেখা হয় , একবছরের জন্য সরকারীভাবে ডেপুটেশনে প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে পাঠানো হয় প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য। প্রতি একমাস পর বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, ক্লাসটার ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে। থানায় ৪-৫ টি স্কুল নিয়ে বিষয়ভিত্তিক ক্লাসটার প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার। দিনব্যাপি এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকেরা বেশ উপকৃত হন বলে জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচজন শিক্ষক নিয়োগের বিধান রয়েছে। এতে চারজন শিক্ষকের

সরকারী বেতন অনুমোদন থাকায় একজন শিক্ষকের বেতন নিজেদের উদ্যোগে দিতে হয়, যা প্রায় অসম্ভব। এর বাইরেও নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সহ শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিয়ে সেই কমিটি কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ সমাপ্ত করে সরকারী অনুমোদন নেয়ার নিয়ম রয়েছে। এ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। বাস্তবতা দেখা গেছে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম প্রায় সর্ম্পূণ অনুপস্থিত থাকে এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসও এক্ষেত্রে উদাসীন। প্রগতি নিবন্ধনকৃত বেসরকারী স্কুলেও এই সমস্যাটি প্রকট আকারে রয়েছে। সরকারীভাবে শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত বেতন-ভাতা:

এছাড়া বেতন স্কেলের ৫০% উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়। কল্যাণ ট্রাষ্ট হিসাবে যা কাটা হয় তা মোট বেতনের ২%।

এই স্কুলে প্রতি শ্রেণিতে ৯০-১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ফলে শ্রেণি কক্ষে ক্লাস নিতে ব্যাপক অসুবিধা হয়। শিক্ষক-ছাত্র/ছাত্রী অনুপাত সরকারী ভাবে রয়েছে ১:৪০। স্কুলে ৫০০ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে যদিও ৪০০ এর উপরে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা হলে বাড়তি শিক্ষক নেয়ার বিধান রয়েছে কিন্তু বাস্তবে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে স্কুলটিতে দুই শিফটে ক্লাস চলছে। প্রতি ক্লাসে ৯০ এর উপরে ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন ও শিক্ষাদান করা যাচ্ছে না। প্রতি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীকে অর্ধেক করে ক্লাস পরিচালনা করতে আরো বেশি শিক্ষক প্রয়োজন। জেলা প্রাথমিক অফিসের মাসিক মিটিংয়ে বিষয়টি উঠানোর পরও কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন। এমনকি নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় বেসরকারী স্কুলগুলোতে শিক্ষক অবসরে গেলে ২ বা ৩ জন শিক্ষক নিয়েই কার্যক্রম চালাতে হয় দীর্ঘদিন।

পদবী	বেতন স্কেল	বেতন	বাড়িভাড়াও চিকিৎসা ভাতা	প্রধান শিক্ষক ভাতা	মাসের মোট পাওনা	কল্যাণ ট্রাষ্ট র্কতন
প্রধান শিক্ষক	৩০০০	২৮৫০	(২০০+২০০) ৪০০	৫০	৩৩০০	৬৬
সহকারী শিক্ষক	৩০০০	২৮৫০	(২০০+২০০) ৪০০	--	৩২৫০	৬৬

স্কুল পরিচালনার জন্য মাসিক কন্টিজেন্সি বিল হিসাবে সরকারীভাবে ১৫০ টাকা বেসরকারী নিবন্ধনকৃত স্কুলগুলো পায়। তেরখাদিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক একটি খরচের তালিকা দেন এবং এ টাকায় তা কোনভাবেই পরিচালনা করা সম্ভব নয়। প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিল আসে ৫০০ টাকা, স্কুল পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আয়াকে প্রতি মাসে প্রদান করতে হয় ৭০০ টাকা যা ন্যুনতম হিসাবে প্রদান করতে হয়। বাৎসরিক খরচের তালিকায় আছে মিলাদ মাহফিল, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মা সমাবেশ, অভিভাবক কমিটির মিটিং, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং এসব খরচ মিটানোর মতো টাকা সরকারীভাবে প্রদান করা হয় না ফলে এ কাজগুলি পরিচালনা করতে স্কুল র্কতৃপকে বেশ বেগ পেতে হয় বলে উল্লেখ করলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নে এবং ক্ষতিগ্রস্ত বসার বেঞ্চ, চেয়ার মেরামত করার জন্য অর্থ বরাদ্দ নেই স্কুলগুলোতে। একজন নৈশ প্রহরী ছাড়া বর্তমান সময়ে স্কুলের আসবাব এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রণাবেণ কঠিন বলে জানালেন স্কুলের শিকবৃন্দ। সব স্কুলে নৈশ প্রহরী ও আয়া নিয়োগ এবং সরকারীভাবে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা।

সার্বিকভাবে স্কুলের অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। স্কুলের মাঠ আয়তনে বেশ ছোট, সেনিটেশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়-দুটি টয়লেট নিয়েই প্রায় ৫০০ ছেলেমেয়েকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে, বিল্ডিংয়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকায় বাইরে থেকে বিদ্যুতের তার আনায় সমস্যা সৃষ্টি হয়, একটি টিউবওয়েল আছে যা প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া খেলার সরঞ্জাম, বিনোদন ব্যবস্থা, বনভোজন, বার্ষিকক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন কর্তৃপক্ষ করতে পারে না আর্থিক সঙ্কটের কারণে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত কদিরের মতে, দেশের ৯৮% বেসরকারি নিবন্ধনকৃত স্কুলের অবস্থা এইরকম, এমনকি গ্রামের স্কুলগুলোতে ব্যবস্থা আরো বেশি খারাপ। শিক্ষক সঙ্কট, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির চরম উদাসীনতা, জেলা শিক্ষা অফিসের কর্ম তৎপরতার অভাব, সরকারী বাজেটের অপ্রতুলতা, অভিভাবকদের অসচেতনতা নিয়ে স্কুলগুলো কোনভাবে টিকে আছে বলে মন্তব্য করলেন স্কুলে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ।

অনিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

"এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে" – এমনি ক্ষোভ আর একরাশ হতাশা নিয়ে বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস বললেন স্কুলের শিক্ষিকা বৃন্দ। প্রায় ত্রিশ দশক আগে কার্যক্রম শুরু হওয়া স্কুলটির নেই শিক্ষক বেতন, নেই ভৌত অবকাঠামো, নেই কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা। বর্তমানের "শিশু নিকেতন" স্কুল ঘরটি শুরুতে রাজশাহী উপশহরের হাউজিং এস্টেটের গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হতো। পতিত অবস্থায় থাকার ফলে জায়গাটি অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হতো। স্থানীয় লোকজনেরা জায়গাটিকে বাজেভাবে ব্যবহার করতো বলে রাজশাহীর তৎকালীন চীফ ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান জায়গাটিকে ভালো কাজে লাগানোর জন্য গুদাম ঘরটিকে স্কুল ঘর এবং হাউজিং এস্টেটের বেশ বড় আয়তনের জায়গাটিকে স্কুলে মাঠ হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ নেন। এটি শুরু হয় ১৯৮৪ সালে।

স্কুলটিতে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা মোট ১০০। ছাত্রী ৬০ জন এবং ছাত্র ৪০ জন। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বই স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিতরণ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ফি এবং অন্যান্য খরচের জন্য ন্যূনতম বেতন ধার্য্য করা আছে। স্কুলের শিক্ষিকা জানালেন, "দেখা যায় ২৫০ টাকা ভর্তি ফি হলে ছাত্ররা ১০০ টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে বাকী টাকা পরে দিবে বলে ক্লাশ শুরু করে কিন্তু তা আর দেয়না, নিয়মিত বেতনের কথা বলাই বাহুল্য।" আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং গ্রামে এই চিত্র আরো করুণ। যেখানে বিদ্যালয়ের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেয়ার পরও ছাত্র ধরে রাখা যায় না সেখানে বেতন দিয়ে পড়ানোর কথা অভিভাবকরা ভাবেন না বললেন একজন শিক্ষক।

শিক্ষক সংখ্যা মোট চার জন। সবাই মহিলা শিক্ষিকা। একজন মাস্টার্স একজন স্নাতক এবং দুইজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে স্কুলে শিক্ষক হিসেবে আছেন। তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। স্কুল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে প্রায় ২০-২২ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন এই স্কুলে শামসুন্নাহার বেগম। তিনি জানালেন তাদের বঞ্চনার ইতিহাস। পরিবারের সমস্ত উপেক্ষা সহ্য করের টিকে আছেন এই প্রতিষ্ঠানে একধরনের মায়ার টানে। সরকারী বেতন নেই, নেই স্কুল থেকে আর্থিক প্রাপ্তি।

স্কুলের অবঠামোতে একটি ভবন রয়েছে। এটি উপরে টিন এবং চারপাশে পাকা দেয়াল বিশিষ্ট। ভবনের অভ্যন্তরে চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে চারটি কক্ষ তৈরি করা হয়েছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ পরিচালনা করার জন্য। কক্ষে বসার বেঞ্চ এবং ব্ল্যাকবোর্ডগুলো যথেষ্ট পুরনো এবং প্রায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত। নিজস্ব টিউবওয়েল নেই ফলে পানি আনতে হয় বাইরে থেকে। স্কুল ভবনের বাইরে একটি টয়লেট আছে, কিন্তু ভবনের বাইরে হওয়াতে সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না। স্কুল সময়ের বাইরের সময়টাতে বাইরের ছেলেরা এসে সেটি নষ্ট করে রাখে ফলে আয়া এবং দারোয়ান না থাকায় তা পরিষ্কার করা যায় না। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ সমস্যাটি আরো প্রকট। দেখা গেছে, স্কুল ভবনটি আছে উপরে টিন আর চারপাশে বাঁশ দিয়ে তৈরি চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া কিন্তু টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। সরকারীভাবে স্কুল পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা নেই।

স্কুল পরিচালনার জন্য তহবিলের ব্যবস্থা নেই। ছাত্র বেতন দিয়ে স্কুলের শিক্ষকদের বেতন হয় না, এমনকি অফিস পরিচালনার জন্য যেটুকু খরচ প্রয়োজন তারও সংস্থান হয় না বলে জানালেন স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আছেন ১১ জন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হাউজিং এস্টেটের সদস্য, অভিভাবকদের নিয়ে গঠিত কমিটির কার্যক্রম প্রায় নিষ্ক্রিয়। ফলে সমস্যায়পূর্ণ স্কুলটির উন্নয়ন হচ্ছে না বলে জানালেন তারা। অনিবন্ধনকৃত স্কুলগুলোতে বেশিরভাগ (৮০%) ক্ষেত্রেই এই দৃশ্য দেখা যায় বলে জানালেন। তবে এই স্কুলটির জায়গা এবং স্কুলের মাঠ আয়তনে বেশ বড়, মূল সমস্যা হলো স্কুলের জন্য প্রদত্ত জায়গা হাউজিং এস্টেট কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত নয় ফলে জায়গার দলিল তারা বোর্ডে জমা দিতে না পারায়, স্কুলের জন্য সরকারী রেজিস্ট্রেশন পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে তারা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

এবতেদায়ী মাদ্রাসা

মসজিদ-ই-নূর দাখিল মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে ২০০০ সালে এবং সরকারী অনুদান পায় ২০০২ সালে। মাদ্রাসাটিতে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চালু রয়েছে। এটি দুটি অংশে বিভক্ত, একটি অংশ শুধু এবতেদায়ী এবং অন্য অংশটি দাখিল মাদ্রাসা। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জানালেন ১৯৯০ সালের পর শুধু এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে সরকারী অনুদান দেয়া হয়নি ফলে শহর বা শহরতলিতে শুধু এবতেদায়ী মাদ্রাসা গড়ে উঠছে না। তাছাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা দেশে সর্ম্পূণ সরকারী নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষত গ্রামে যেসব এবতেদায়ী মাদ্রাসা আছে সেগুলির মধ্যে কিছু সরকারী রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত। সেগুলি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে মঞ্জুরীপ্রাপ্ত এবং সেসব মাদ্রাসাকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বেতন প্রদান করা হয়। এই মাদ্রাসাটির ব্যবস্থাপনায় ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি আছে। কমিটিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান, সহকারী জেলা কমিশনার, শিক্ষক প্রতিনিধি, চিকিৎসক, ছাত্র অভিভাবক, সমাজের বিদ্যুৎসাহী ও প্রতিষ্ঠাতাকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত। শিক্ষক নিয়োগ, মাদ্রাসার উন্নয়ন, আয়-ব্যয়, মাদ্রাসা কেন্দ্রিক সব সমস্যার সমাধান করে থাকে এই কমিটি।

মাদ্রাসাটির মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২০০। এতে ৩০% ছাত্রী এবং ৭০% ছাত্র রয়েছে। এ মাদ্রাসায় ছাত্র-

ছাত্রীদের কাছ থেকে মাসিক বেতন নেয়া হয় না। পরীক্ষার ফি হিসাবে ১৫- ২৫ টাকা নেয়া হয় শ্রেণিভেদে।

এবতেদায়ী শিশু শ্রেণি	এবতেদায়ী প্রথম শ্রেণি	এবতেদায়ী দ্বিতীয়শ্রেণি	এবতেদায়ী তৃতীয় শ্রেণি	এবতেদায়ী চর্তুথ শ্রেণি	এবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণি
কুরআন	কুরআন	কুরআন	কুরআন	কুরআন	কুরআন
আরবী	আরবী	আরবী সাহিত্য	আরবী সাহিত্য	আরবীসাহিত্য	আকাঈদও ফিকহ
বাংলা	আকাঈদ ও ফিকহ	আকাঈদ ও ফিকহ	আকাঈদ ও ফিকহ	আকাঈদ ও ফিকহ	আরবী ১ম পত্র
গণিত	বাংলা	বাংলা	বাংলা	বাংলা	আরবী ২য়পত্র
ইংরেজি	গণিত	গণিত	ইংরেজি	ইংরেজি	বাংলা
ব্যবহারিক	ইংরেজি	ইংরেজি	গণিত	গণিত	ইংরেজি
	ব্যবহারিক	কচিমণিদেরঅংক	সমাজ	সমাজ	গণিত
		ব্যবহারিক	বিজ্ঞান	বিজ্ঞান	সমাজ
			সাধারণ জ্ঞান	সাধারণ জ্ঞান	বিজ্ঞান
			তিন ভাষার ওর্য়াড বুক	তিন ভাষার ওর্য়াড বুক	সাধারণ জ্ঞান
			কোরআন শিক্ষা	কোরআন শিক্ষা	তিন ভাষার ওর্য়াড বুক
			ব্যবহারিক	ব্যবহারিক	

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ছাত্রদের পড়ানো হয় এবং বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বই বিনামূল্যে ছাত্রদের বিতরণ করা হয়। নিম্নে তাদের পাঠ্যতালিকা দেয়া হলো।

পাঠ্যতালিকায় কুরআন, আকাঈদ ও ফিকহ, আরবী সাহিত্য, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ পাঠ, বিজ্ঞান বই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত। এর বাইরে সাধারণ জ্ঞান বইটি ইসলামিক এডুকেশন সো্সাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, এবং কোরআন শিক্ষা বইটি বাংলাদেশ নূরানী তালিমূল কোরআন ওয়াকফ ষ্টেট কর্তৃক প্রকাশিত। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয় বাংলা সহজ পাঠ, তবে ব্যাকরণ বইটি বোর্ডের বাইরের স্বতন্ত্র লেখকের লেখা। ইংরেজি Beginneres English বইটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত তবে, Grammar এবং Children Rapid Reader, Book-3 ও Spoken English বইগুলি বোর্ডের বাইরে স্বতন্ত্র লেখকের লেখা। তিন ভাষার ওয়ার্ড বুকটি বোর্ডের বাইরের লেখকের লেখা। ব্যবহারিকে আছে- আমল আখলাক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। এই মাদ্রাসায় পাঠ্যতালিকার বাইক্ষ পোষাক সম্পর্কে নির্দেশনায় আছে- ছেলেদের জন্য, সাদা পাঞ্জাবী, পায়জামা ২ সেট, ১ সেট নেভি ব্লু রঙের কাপড়ের শেরওয়ানি কমপ্লিট, সাদা টুপি, সাদা মোজা ও সাদা কেড্স। মেয়েদের জন্য- সাদা কামিজ, সাদা পায়জামা, নেভি ব্লু রঙের বোরখা, রুমাল, সাদা মোজা ও সাদা কেড্স। ছোট মেয়েদের মাথায় সাদা কাপড়ের স্কার্ফ রাখতে হবে এবং পোষাক মার্জিত হতে হবে।

কথা হয় মাদ্রাসায় পড়ে এমন কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে। মাদ্রাসার ৬০% ছাত্র-ছাত্রী এতিমখানা থেকে আসে।

নাম:মো: আবু সাঈদ
শ্রেণি: পঞ্চম
বয়স: ১৩
বাবা: মৃত
মাদ্রাসা: মসজিদ-ই-নূর দাখিল মাদ্রাসা

বাবা মারা গেছে ২০০৪ সালে। ৩ ভাই ২ বোনের সংসার। বড় দুই ভাই আসবাবপত্রের দোকানে কাজ করে। মা গ্রামের বাড়িতে নওগাঁয় থাকে। এখানে সে থাকে রাজশাহী এতিমখানায়। স্কুল পাশ করে সে মাদ্রাসার মুয়াজ্জেম হয়ে পরিবারের দু:খ দূর করতে চায়।

মাদ্রাসায় শিক্ষক শিক্ষিকা মোট চারজন। শিক্ষিকা একজন, শিক্ষক তিনজন। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা হলো- প্রধান শিক্ষক ফাজিল, সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে একজন আলিম, একজন ক্বারী, এবং অপরজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে শিক্ষকতা করছেন। শিক্ষকগণ ৯৫ ভাগ সরকারী বেতন পান। রেজিষ্ট্রিকৃত শুধু এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ প্রতি মাসে ৫০০ টাকা বেতন পান।

পদবী	বেতন স্কেল	বেতন	বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা	প্রধান শিক্ষক ভাতা	মাসের মোট পাওনা	কল্যাণ
প্রধান শিক্ষক/সুপার	৬৮০০	২৮৫০	(২০০+২০০) ৪০০	৫০	৩৩০০	৬৬
সহকারী শিক্ষক ফাজিল	৪১০০	২৮৫০	(২০০+২০০) ৪০০	--	৩৩০০	৬৬
সহকারী শিক্ষক আলিম	৩৩০০					
সহকারী শিক্ষক ক্বারী	৩০০০					

এনজিও পরিচালিত স্কুল

ইটের তৈরি দালানটিতে সিমেন্টের পলেস্তারা নেই, লম্বা ঘরের মেঝেতে ছালার চট বিছিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে চলে পাঠ দেয়া নেয়া। এটি রাজশাহী শহরের লক্ষ্মীপুর এলাকাস্থ চামার পাড়ায় অবস্থিত একটি ব্র্যাক স্কুল। সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার উদ্দেশ্যে এই কার্যক্রম শুরু। এই স্কুলটির কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। স্কুল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। স্কুলের শিক্ষিকা, পাঁচজন অভিভাবক, স্কুল ঘরের মালিক নিয়ে গঠিত এই কমিটি। স্কুল পরিচালনার তহবিল সমস্ত প্রদান করে ব্র্যাক অফিস।

মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন ছাত্র এবং ২০ জন ছাত্রী রয়েছে। ছাত্রী সংখ্যা বেশি নেয়ার অন্যতম প্রধান কারণ সমাজে নারী শিক্ষার হার বাড়ানো এবং তাদের অবস্থানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। স্কুলের কার্যক্রম অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে ভিন্ন। ছাত্র/ছাত্রীরা এখানে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। মোট ১০ মাস ধরে শ্রেণিকক্ষে ক্লাস করে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। এরপর থেকে ৮ মাস করে পড়ার পর একশ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। এইভাবে মোট ৪২ মাসে একটি ব্যাচ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ করে স্কুল থেকে বের হয়। শতকরা ১০০ ভাগ সফলতার সাথে একটি ব্যাচ বের হয়। একটি বাচ্চাও কোন শ্রেণিতে ঝরে পড়ে না, বললেন স্কুলের শিক্ষিকা মোসাম্মদ পলি বেগম। এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষিকার নিবিড় তত্ত্বাবধান। অনেক সময় দুই একটি বাচ্চা দেরি করে স্কুলে উপস্থিত হয়। সেক্ষেত্রে কেন দেরি করে উপস্থিত হয়েছে তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে যদি দেখা যায় কারণটি যুক্তিপূর্ণ তাহলে তাদের সময়ের সাথে সমন্বয় করে শ্রেণিকক্ষের পড়া শুরু করা হয়। পাঠ্যতালিকায় মোট অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমূহ:

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চর্তুথ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
বাংলা	বাংলা	বাংলা	বাংলা	বাংলা
অংক	অংক	অংক	অংক	অংক
পরিবেশ	ইংরেজি	ইংরেজি	ইংরেজি	ইংরেজি
	পরিবেশ	পরিবেশ	সমাজ	সমাজ
		বিজ্ঞান	বিজ্ঞান	বিজ্ঞান
			ধর্ম	ধর্ম

প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য তালিকা এবং বই, ব্র্যাক নিজস্ব প্রকাশনা থেকে বের করে এবং শিক্ষার্থীর কাছে বিতরণ করে। পঞ্চম শ্রেণির জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড থেকে প্রকাশিত বই জেলা শিক্ষা অফিসে চাহিদা দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বই সংগ্রহ করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদান করে। বিগত প্রায় দুই বছর ধরে টেক্সট বুক বোর্ডের বই পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ানো হচ্ছে ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলগুলোতে। তার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে স্কুলের শিক্ষিকা মোসাম্মদ পলি বেগম বললেন "সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সব স্কুলের একটি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হয় এবং থানা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর ক্রমে শিক্ষার্থীদের এই সনদপত্র প্রদান করা হয়। এই সনদ নিয়ে ছাত্র/ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পায়। তাই প্রতিযোগিতায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমমানে পৌঁছার জন্য একই পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা হচ্ছে ব্র্যাক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে।" প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যতালিকার অর্ন্তভূক্ত বইগুলি টেক্সট বুক বোর্ডের তুলনায় কিছুটা সহজ বলে উল্লেখ করলেন স্কুলের শিক্ষিকা। তার কারণ এই স্কুলে ৯০% শিক্ষার্থীর বাবা-মা অশিক্ষিত। ফলে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারে না। এই বিষয়টি মাথায় রেখে তুলনামূলক সহজ পাঠ্যতালিকা অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। স্কুলে সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। ক্লাসের ফাঁকে কিছু সময়ের জন্য আছে বিনোদনের ব্যবস্থা। ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষিকা গান, নাচ করেন তাদের একঘেয়েমি দূর করার জন্য। ৩০ জন শিক্ষার্থীকে নিবিড় তত্ত্বাবধানের সাথে তাদের পড়া শেখানো হয়। এর বাইরে বাড়িতে গিয়ে প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে নিজেরা দুইজনে মিলে একটি গ্রুপ তৈরি করে পড়াশোনা করে। শিক্ষিকা মাঝে মাঝে বাড়িতে গিয়ে যাচাই করেন। পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় সরকারী স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাথে। অভিভাবকদের নিয়ে মাসে একবার সভা করা হয় যাতে বাড়ির অন্য কাজের বাইরে তারা পড়াশোনা করতে পারে এরকম কিছুটা সুযোগ যেন তাদের দেয়া হয়।

ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলের শিক্ষিকা মাধ্যমিক পাশ করার পর এ পেশায় আসেন। মাসিক বেতন ১০০০ টাকা। শুরুতে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন এছাড়া প্রতিমাসে বিষয়ভিত্তিক ১ দিনের প্রশিক্ষণ হয়। শিক্ষিকা প্রধানত প্রেষণার মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করেন এবং তাদের বাবা-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
থানা / উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
.... রাজশাহী।

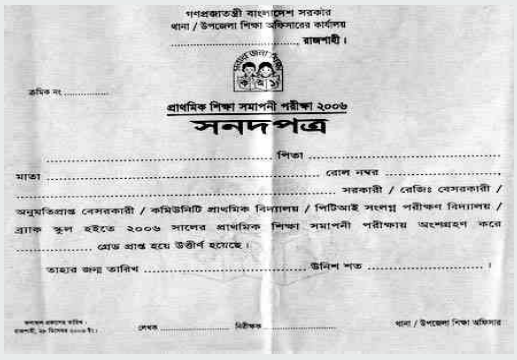

ক্রমিক নং ....

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০০৬

সনদপত্র

.... পিতা ....
মাতা .... রোল নম্বর ....
.... সরকারী / রেজিঃ বেসরকারী / অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারী / কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় / পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় / ব্র্যাক স্কুল হইতে ২০০৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে .... গ্রেড প্রাপ্ত হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

তাহার জন্ম তারিখ .... উনিশ শত ....।

লেখক .... নিরীক্ষক ....

থানা / উপজেলা শিক্ষা অফিসার

মায়েদের নিয়ে বসে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। ছেলেমেয়েরা পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর কোন মাধ্যমিক স্কুলে তারা ভর্তি হলো তা দেখা হয় এবং বেশি দরিদ্র হলে তাদের পড়া চালিয়ে যাবার জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয় এই সংস্থা থেকে বললেন স্কুলের শিক্ষিকা।

স্কুল ঘরটি মাসিক ২০০ টাকা ভাড়ায় নেয়া। শিক্ষা উপকরণ সমস্তই ব্রাক অফিস সরবরাহ করে। ব্ল্যাক বোর্ড, চক, ডাস্টার, কাগজ, ছবি আঁকার রঙিন কলম, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই-খাতা, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই প্রদান করা হয়। এছাড়া লেখার জন্য শ্লেট- পেন্সিল, শ্লেট পরিষ্কারের জন্য একটি পানি রাখার টিউব ও মোছার ছোট বালিশ, খাতা-কলম, স্কেল, সংখ্যা গণনার জন্য ছোট কাঠির আঁটি, কলম দানি, জ্যামিতি বক্স ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের জন্য বসার আসনব্যবস্থা উপযুক্ত নয়। মেঝেতে বসে নিচু হয়ে ঝুঁকে লিখতে হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সেনিটেশনের ব্যবস্থা যা আছে তা না থাকার মতো। কারণ বাড়িওয়ালার টয়লেট নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তারা ব্যবহার করতে পারে না। বাড়িওয়ালার টিউবওয়েল ব্যবহার করে। খেলার জন্য মাঠ নেই। স্কুল ঘরের ভিতরে ৪-৫ ঘণ্টা লেখাপড়া করে।

কিন্ডার গার্টেন

Adventist International Mission School টি রাজশাহী শহরের উপশহর এলাকায় ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনতলা ভবনের দুটি তালা ভাড়া করে এই স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। বেশ চাকচিক্যময় স্কুল ভবনের সামনে দারোয়ান বেষ্টিত গেইটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা। একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত এবং আধুনিক পরিবেশের জন্য যথেষ্ট ব্যয়বহুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বেছে নিয়েছেন তারা তাদের প্রিয় সন্তানের জন্য। স্কুলটির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ৯ থেকে ১৩ জন সদস্য থাকেন। প্রধান শিক্ষক এবং অভিভাবকদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত।

মোট ১৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে প্রতিষ্ঠানটিতে। প্রতি ক্লাসে ৩০-৩৫ জনের বেশি ভর্তি নেয়া হয় না। প্লে, নার্সারি, কেজি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে স্কুলটিতে। পাঁচটি শ্রেণিকক্ষের স্কুল ভবনে সকাল সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত প্লে, নার্সারি এবং কেজি শ্রেণির ক্লাস হয়। দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস। সাধারণত প্লে থেকে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে ভর্তির হার বেশি এবং এর পর ছাত্র-ছাত্রী এই স্কুলে খুব বেশি থাকে না বলেও জানালেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্টিফেন এস গোমেজ। তার কিছু কারণ তুলে ধরলেন- ইংলিশ মিডিয়াম সম্পর্কে অভিভাবকের অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক সমস্যা, এ লেভেল, ও লেভেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর প্রতি বাবা-মায়েদের অনীহা থাকে। তবে প্লে থেকে কেজি পর্যন্ত বেশিরভাগ বাবা-মা চান তাদের সন্তানকে এখানে দিতে কারণ এখানে খুব যত্নের সাথে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়া শেখানো হয়, বললেন স্কুলের শিক্ষার্থীদের কয়েকজন অভিভাবক। ফলে প্রায় ৯৯% ছেলেমেয়ে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা সমাপ্ত করে এখানে এবং ৬০% ছেলেমেয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া শেষ করে এ স্কুল থেকে।

শ্রেণি ভিত্তিক বেতন ও বই ক্রয় বাবদ মূল্য তালিকা

শ্রেণি	বেতন	বই ক্রয় বাবদ(গড়)	ডায়রি
প্লে-কেজি, নার্সারী	৬০০	৪৩৫	৫০
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়	৭০০		
চর্তুথ, পঞ্চম	৭৫০		

পাঠ্য তালিকা

প্রথম শ্রেণির পূর্বে প্লে গ্রুপে Moral, English, Bangla, Mathmatics, নার্সারি গ্রুপে Moral, English, Bangla, Mathmatics , Computer, Drawing, Health এবং কেজি শ্রেণিতে Moral, English, Bangla, Mathmatics , Computer, Drawing, Health পড়ানো হয়। প্রথমশ্রেণি থেকে পঞ্চমশ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বইটি হুবহু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের বই পড়ানো হয়। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সোস্যাল সায়েন্স বইটি শিক্ষাবোর্ডের সামাজিক বিজ্ঞান বইটির ইংরেজি অনুবাদ পড়ানো হয়। বাকী বইগুলো ব্রিটিশ কারিকুলামের সাথে বাংলাদেশের কারিকুলামকে সমন্বয় করে স্কুলটি নিজস্ব বই প্রকাশ করেছে।

স্কুলে শিক্ষক, শিক্ষিকা মোট ১০ জন। পাঁচ জন শিক্ষক এবং পাঁচ জন শিক্ষিকা। এখানে দুইজন মাস্টার্স এবং বাকীরা স্নাতক। তবে নিয়োগের পর তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষকের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী স্কেল অনুযায়ী একটি সাকুল্য বেতন প্রদান করা হয় ৪০০০-৫০০০ টাকার মধ্যে।

স্কুল ভবনের ভাড়া, শিক্ষক বেতন, ক্লাস পরিচালনার জন্য চক, ডাস্টার, বিনোদনের সরঞ্জাম, অভ্যন্তরীন খেলার সরঞ্জাম সহ সমস্ত খরচ চার্চ ভিত্তিক খ্রিস্টান মিশনারী বহন করে।

সার্বিকভাবে বসার আসন ব্যবস্থা ভাল, সেনিটেশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত, বিনোদনের জন্য ঘরের অভ্যন্তরে খেলার সরঞ্জাম পর্যাপ্ত রয়েছে। তবে বাইরে খেলার মাঠ নেই।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকের সচেতনতার অভাব, খ্রিস্টান মিশনারী সম্পর্কে একধরনের নেতিবাচক চিন্তা, শিক্ষাখাতে পারিবারিক খরচ পর্যাপ্ত না করা ইত্যাদি কারণে স্কুলে বাচ্চা ভর্তির হার কম এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শেষ না করেই তারা বাংলা মাধ্যমে বাচ্চাদের পড়াতে শুরু করে বলে জানালেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্টিফেন এস গোমেজ। প্রায় ৫০% ছেলেমেয়ে তৃতীয় শ্রেণি পাশ করার পর অন্য বাংলা স্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়।

কিন্ডারগার্টেনে ইংলিশ মিডিয়ামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পরিষ্কার শুদ্ধ ইংরেজিতে যখন কথা বলে তখন বাবা-মায়েদের এটি নতুন প্রেরণা হিসেবে দেখা দেয়, বড় হয়ে মস্ত বড় কিছু হবে সে। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার ন্যূনতম পাঠ না নিয়ে একটি বাচ্চা বড় হতে শুরু করলে সে কি বড় হয়ে মস্ত বড় কিছু হবে? হওয়া কি সম্ভব? বাংলাদেশের শিক্ষিত বাবা-মায়েরা বিষয়টি কতটুকু ভাবেন সেটি পরিষ্কার নয় কিন্তু একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের তা ভাবতে হবে। এখন পর্যন্ত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা নিয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা চোখে পড়েনি।

প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্যের প্রকৃতি ও ফলাফল

বিভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, স্কুলের অবকাঠামোগত দিক এবং সর্বোপরি চিন্তা-চেতনা এবং লক্ষের ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় বৈষম্য রয়েছে। শিক্ষার শুরুতেই বিভিন্ন বৈষম্য থাকায় ছেলেমেয়েরা চিন্তা -ভাবনায় ভিন্ন ধারা সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠে যা পরবর্তীতে কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে।

এখানে মাঠ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান রয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কিছু দিক তুলে ধরা হলো যা বৈষম্য তৈরিতে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে।

পাঠ্যক্রম

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কারিকুলাম জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসার কারিকুলাম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত। বেসরকারী নিবন্ধনকৃত ও অনিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের বই পড়ানো হয়। এন জি ও (ব্র্যাক) পরিচালিত স্কুলে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত নিজস্ব অফিস কর্তৃক প্রদত্ত কারিকুলাম এবং বই পড়ানো হয়। পঞ্চম শ্রেণীতে জাতীয় শিাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের বই পড়ানো হয়। কিন্ডার গার্টেনে যে কারিকুলাম এবং বই পড়ানো হয় তা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সমন্বয় করে বিষয় এবং বই নির্বাচন করে পড়ানো হয় বলে স্কুলের প্রধানরা উল্লেখ করলেন।

শ্রেণি	প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে অর্ন্তভূক্ত সাধারণ বিষয়সমূহ	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে অর্ন্তভূক্ত সাধারণ বিষয়ের বাইরের বিষয়সমূহ			
-	-	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এবতেদায়ী মাদ্রাসা	এন,জি,ও পরিচালিত স্কুল (ব্র্যাক)	কিন্ডারগার্টেন
১ম শ্রেণি	বাংলা, অংক	ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি, ধর্ম	কুরআন,আরবী সাহিত্য, আকাঈদ ও ফিকহ	পরিবেশ	Moral, Computer, Drawing, English Grammar, Science, Health
২য় শ্রেণি	বাংলা, অংক	পরিবেশ পরিচিতি, ধর্ম	কুরআন,আরবী সাহিত্য, আকাঈদ ও ফিকহ,	পরিবেশ, ইংরেজি	Moral, Computer, Drawing, English Grammar, Science, Health
৩য় শ্রেণি	বাংলা, অংক, ইংরেজি,সমাজ, বিজ্ঞান	ধর্ম, চারুকারু শারীরিক শিক্ষা	কুরআন, আরবী সাহিত্য, আকাঈদ ও ফিকহ, সাধারণজ্ঞান, তিন ভাষার ওর্য়াড বুক, কোরআন শিক্ষা	-	Moral, Computer, Drawing, English Grammar, Health,
৪থ শ্রেণি	বাংলা, অংক, ইংরেজি,সমাজ, বিজ্ঞান	ধর্ম, চারুকারু শারীরিক শিক্ষা	কুরআন, আরবী সাহিত্য, আকাঈদ ও ফিকহ,ব্যবহারিক সাধারণ জ্ঞান, তিন ভাষার ওর্য়াড বুক, কোরআন শিক্ষা	ধর্ম	Moral, Computer, Drawing, English Grammar, Health
৫ম শ্রেণি	বাংলা, অংক, ইংরেজি,সমাজ, বিজ্ঞান	ধর্ম, চারুকারু শারীরিক শিক্ষা	কুরআন, আরবী সাহিত্য, আকাঈদ ওফিকহ, ব্যবহারিক,সাধারণজ্ঞান, তিন ভাষার ওর্য়াড বুক, কোরআন শিক্ষা	ধর্ম	Moral, Computer, Drawing, English Grammar, Health

বিষয়সমূহ

দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানবিক বিষয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। সে মূল লক্ষে পৌঁছার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন - পারস্পরিক সমঝোতা এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করা, কায়িক শ্রমের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং শ্রমজীবি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা, সুনাগরিক হিসাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে তার অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলাসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের বিশেষজ্ঞগণ প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন পর্যায়ে বাংলাদেশের সাধারণ শিশুর বয়স, সামর্থ্য, মানসিক পরিপক্কতা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের র্বতমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা, বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষকের প্রস্তুতি, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখে, বিভিন্ন পর্যায়ে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতা নিরূপণ করেন।

প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে প্রণীত জাতীয় পাঠ্যক্রমের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের এবং পাঠ্যসূচীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম আলোচনা করা হলো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে যে পাঠ্যতালিকা দেয়া আছে তাতে কিছু প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে তবে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী অনিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা এক। এই প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড থেকে প্রকাশিত বই প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যতালিকায় অর্ন্তভূক্ত করে। এবতেদায়ী মাদ্রাসা, এন, জি, ও পরিচালিত স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেনগুলিতে ভিন্ন পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা হয়।

প্রথম শ্রেণি

প্রথম **শ্রেণি**তে অর্ন্তভূক্ত পাঠ্যতালিকায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বিষয়সমূহ আছে তাতে দেখা যায়- বাংলা, ইংরেজি, অংক পড়ানো হয়, পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞানের অংশ হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি ও ধর্ম পড়ানো হয়। বাংলা, ইংরেজি এবং অংক এই তিন বিষয়ের জন্য লিখিত এবং মৌখিক দুই পদ্ধতিতেই পরীক্ষা হয়ে থাকে, অর্থাৎ কিছু প্রশ্ন হয় লিখিত আকারের এবং কিছু মৌখিক উত্তরের জন্য। বাংলা, ইংরেজি এবং অংকের ১০০ নাম্বার করে পরীক্ষা হয়। পরিবেশ পরিচিতি এবং ধর্ম ২৫ নাম্বার করে মোট ৫০ নাম্বারের পরীক্ষা হয়। একই কারিকুলাম এবং নিয়ম অনুযায়ী বেসরকারী নিবন্ধনকৃত ও অনিবন্ধনকৃত স্কুল পরিচালিত হয়। এবতেদায়ী মাদ্রাসায় বাংলা এবং অংকের সাথে কুরআন, আরবী সাহিত্য, আকাঈদ ও ফিকহ পড়ানো হয়। মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজি নেই। তবে বাংলা এবং অংক বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু মিল এবং কিছু অমিল রয়েছে। এন জি ও পরিচালিত স্কুল (ব্র্যাক)-এ বাংলা, অংক এবং পরিবেশ পড়ানো হয়। এই পাঠ্যতালিকাতেও ইংরেজি নেই (সারণি)। বাংলা, অংক, Moral, Computer, Drawing, English Grammar, Science এবং Health পড়ানো হয় কিন্ডারগার্টেনে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চালুকৃত পাঠ্যতালিকায় বিভিন্নতা রয়েছে যা উপরের সারণিতে দেখানো হলো।

পঞ্চম শ্রেণি

পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী অনিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়, এন জি ও পরিচালিত স্কুল (ব্র্যাক)- এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। ফলে উপরোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের বই পড়ানো হচ্ছে এবং ব্র্যাক স্কুলে শুধুমাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে টেক্সট বুক বোর্ডের বই পড়ানো হয়। এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও কিন্ডারগার্টেনে ভিন্ন পাঠ্যক্রম পড়ানো হয়। ভিন্ন চেতনা থেকে ভিন্ন পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে বেশ কিছু মৌলিক অমিল এই ধারাগুলির মধ্যে রয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি যেমন-সমাজ, বিজ্ঞান ও অঙ্ক বিষয়াবলী খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে প্রকাশিত পঞ্চম শ্রেণির জন্য সমাজ বইয়ের প্রথম অধ্যায়টি বাংলার ইতিহাস ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে লিখা। মোট ২৩ পৃষ্ঠার অধ্যায়ে মধ্যযুগে বাংলা, ইংরেজ শাসন ও তার প্রভাব, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের অবস্থা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইত্যাদি বিষয় লিখা হয়েছে।

সমাজ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের সমাজ বইতে 'আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা' বিষয়ক একটি অধ্যায় রয়েছে যেখানে সার্ক এবং জাতিসংঘ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে ধারণা দেয়া হয়েছে। 'বাংলাদেশের উপজাতি ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবনধারা' নামক অধ্যায়ে গারো, খাসিয়া, মণিপুরীদের সম্পর্কে বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ধারণা দেয়া হয়েছে। 'নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য' নিয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে যেখানে নাগরিকের ভোটের অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রকাশিত পঞ্চম শ্রেণির সমাজ বইতে প্রথম অধ্যায়টি, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মদিনার জীবন নিয়ে লিখা। মোট ২৪ পৃষ্ঠা জুড়ে এই অধ্যায় লিখা হয়েছে। সেটিতে মদিনার সনদ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, অমুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, মহানবীর চরিত্র ও কৃতিত্ব, মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কাল ইত্যাদি বিষয় লিখিত রয়েছে।

এই বিষয়গুলি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রকাশিত সমাজ বইতে নেই। সেখানে বাড়তি হিসাবে আছে 'হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মদিনার জীবন', 'উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা' সহ বেশকিছু বিষয়।

কিন্ডারগার্টেনে History বইতে জর্জ ওয়াশিংটন, জেমস ওয়াট, টিপু সুলতান, নেপোলিয়ন, আব্রাহাম লিংকন সহ ১৪ জন খ্যাতিমান মনীষীর জীবনী রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয় বা সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত কোন বিষয় নেই।

Adventist International Mission School টি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ায় New Children's Illustrated History. লেখক Henderson & Word. Oxford University Press, India থেকে প্রকাশিত। প্রথম অধ্যায়টির শিরোণাম জর্জ ওয়াশিংটন। এটিতে জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী এবং কর্ম নিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখা হয়েছে।

বিজ্ঞান

এন সি টি বি কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্চম শ্রেনির বিজ্ঞান বইতে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব ' শিরোণামের অধ্যায়ে কৃষি প্রযুক্তির পাশাপাশি চিকিৎসা প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বইতে কৃষি ও কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণা, কৃষি উন্নয়নের

বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়, যেখানে চিকিৎসা প্রযুক্তির সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়া নেই। এন সি টি বি- এর বইতে 'পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ' শিরোণামের অধ্যায়ে জ্যোতিষ্ক, সৌরজগৎ, মহাশূন্য, আহ্নিক গতি, ঋতু পরিবর্তন, ছায়াপথ, নীহারিকা, উল্কা, ধূমকেতু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বইতে এ ধরনের কোন অধ্যায় রাখা হয়নি। Adventist International Mission School টি পঞ্চম শ্রেনিতে পড়ায় Integrated Primary Science †jLK Lester Davidson ,Oxford University Press, India, থেকে প্রকাশিত। বইটিতে Plant life, Animal life, Human body, Earth and atmosphere, Sky and space নিয়ে পরিচ্ছন্ন ছবিসহ আলোচনা করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন অধ্যায় নেই।

অংক

এন সি টি বি-এর প্রাথমিক গণিত বইতে 'সময়' শিরোণামের অধ্যায়ে বাংলা, ইংরেজি ও হিজরী বার মাসের নাম ও দিনের সংখ্যা, অধিবর্ষ, সময় সংক্রান্ত যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, আন্তর্জাতিক সময় পঞ্জি নিয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন ধারণা দেয়া হয়েছে। সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বইতে শুধু হিজরী মাসের নাম ও মাসের দিন সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হয়েছে। এন সি টি বি-এর বইতে 'জমা খরচ ও ক্যাশ মেমো' এবং 'স্তম্ভ লেখ' শিরোণামে দুটি অধ্যায় রয়েছে যেগুলি মাদ্রাসার বইতে অনুপস্থিত। অন্যান্য বিষয়বস্তু প্রায় কাছাকাছিভাবে দুটি বইতে বিন্যস্ত আছে।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিষয়ের অসামঞ্জস্য ছাড়াও উপস্থাপন এবং কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটি নয় তার উপরও নির্ভর করে বিভিন্ন দিকের অমিল।

শিক্ষকদের গুণগত মান

গবেষণাধীন বিভিন্ন ধারার স্কুলগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতায় দেখা গেছে বিভিন্ন ধরণের চিত্র। গবেষণাধীন এলাকায় শহরের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকবৃন্দ বেশ অভিজ্ঞ এবং দক্ষতা সম্পন্ন। এটি মডেল স্কুল হওয়ায় শিক্ষকগণ তুলনামূলকভাবে বেশি দায়িত্বশীল বলে পর্যবেক্ষণে বোঝা যায়। শিক্ষকগণ একাডেমিক যোগ্যতায় ২ জন (২০%) মাস্টার্স পাশ, ৩ জন (৩০%) ডিগ্রী পাশ, এবং ৫ জন (৫০%) এইচ এস সি পাশ রয়েছেন। তবে গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতায় একজন মাস্টার্স পাশ এবং বাকী তিনজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে শিক্ষকতা পেশায় আছেন। এখানে শহর এবং গ্রামের মধ্যেও শিক্ষকদের গুণগত মানে পার্থক্য রয়েছে।

নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্নাতক এবং সহকারী শিকবৃন্দ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন মাস্টার্স একজন স্নাতক এবং দুইজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে স্কুলে শিক্ষক হিসেবে আছেন। মাদ্রাসায় শিক্ষক শিক্ষিকা মোট চারজন। শিক্ষিকা একজন, শিক্ষক তিনজন। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা হলো- প্রধান শিক্ষক ফাজিল, সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে একজন আলিম, একজন ক্বারী, এবং অপরজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে শিক্ষকতা করছেন। কিন্ডাগার্টেন স্কুলটিতে শিক্ষক, শিক্ষিকা মোট ১০ জন। পাঁচ জন শিক্ষক এবং পাঁচ জন শিক্ষিকা। এখানে দুইজন মাস্টার্স এবং বাকীরা স্নাতক। নীচে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি চিত্র দেয়া হলো।

প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষকদের প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা (শতকরা হার)			
		মাস্টার্স	স্নাতক	উচ্চমাধ্যমিক	ক্বারী
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০	২০%	৩০%	৫০%	-
নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪	-	২৫%	৭৫%	-
অনিবন্ধনকৃত বেসর বিদ্যালয়	৪	২৫%	২৫%	৫০%	-
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৪		২৫% (ফাজিল)	২৫% আলিম, ২৫% উচ্চমাধ্যমিক	২৫%
এন জি ও পরিচালিতব্র্যাক স্কুল	১	-	-	১০০%	-
কিন্ডারগার্টেন	১০	২০%	৮০%	-	-

একাডেমিক যোগ্যতায় ৮০% শিক্ষক স্নাতক পাশ রয়েছেন কিন্ডারগার্টেনে এবং ৩০% স্নাতক রয়েছেন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বাকী প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ২৫% শিক্ষক স্নাতক আর মাদ্রাসায় ২৫% শিক্ষক ফাজিল যা স্নাতক সমমান। এখানে শুধুমাত্র একাডেমিক যোগ্যতার বিষয়টি তুলে ধরা হলো। এর পাশপাশি প্রয়োজন সঠিক প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা কেননা, শুধুমাত্র একাডেমিক যোগ্যতা দিয়ে বাচ্চাদেরকে সঠিকভাবে পাঠদান এবং মনোযাগী করা সম্ভব নয় সেজন্য প্রয়োজন সঠিক প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা বললেন, শিক্ষাবিভাগে দায়িত্বশীল পদে যারা কাজ করছেন। সে আলোকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ কি আছে তা দেখা হলো।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

গবেষণাধীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুলের সবাই প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া প্রতি মাসে থানা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক ক্লাসটার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবাই প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পি টি আই) থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। জেলা শিক্ষা অফিস থেকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি দেখা হয়, একবছরের জন্য সরকারীভাবে ডেপুটেশনে প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে পাঠানো হয় প্রশিণ নেয়ার জন্য। প্রতি একমাস পর বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, ক্লাসটার ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে। থানায় ৪-৫ টি স্কুল নিয়ে বিষয়ভিত্তিক ক্লাসটার প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার। দিনব্যাপি এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকেরা বেশ উপকৃত হন বলে জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক।অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক নিয়োগের পর নিজেদের উদ্যোগে ১৫-২১ দিনের একটি প্রশিক্ষণ করানো হয়। এন জি ও পরিচালিত স্কুল (ব্রাক)-এ শিক্ষক নিয়োগের শুরুতে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ করানো হয় এছাড়া প্রতিমাসে বিষয়ভিত্তিক ১ দিনের প্রশিক্ষণ হয়।

প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের সময় সীমা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হ্যাঁ	প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	১ বছর
নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হ্যাঁ	প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	১ বছর
অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	না	-	-
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	না	-	-
এন জি ও পরিচালিতব্র্যাক স্কুল	হ্যাঁ	শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ব্র্যাক	১৫ দিন
কিন্ডারগার্টেন	হ্যাঁ	স্কুলের প্রধান কেন্দ্রস্থিত প্রশিক্ষণ শাখা	১৫-২১ দিন

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে একবছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ফলোআপের দিকটি প্রায় অনুপস্থিত। শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সঠিকভাবে তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করছেন কিনা তার পর্যাপ্ত মনিটরিং নেই বলে জানালেন স্কুলের শিক্ষকগণ। অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসায় শিক্ষক প্রশিণের ব্যবস্থা নেই। এছাড়া বাকী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারীভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান বা তত্ত্বাবধান বা কোন মডিউল অনুযায়ী তারা প্রশিক্ষণ নেন অথবা আদৌ প্রশিক্ষণ নেন কিনা তা জানা বা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেই। এ কথাটি বিশেষ করে কিন্ডারগার্টেন এবং এনজিও স্কুলগুলোর জন্য প্রযোজ্য। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষক নির্দেশনা গাইডলাইন তৈরি করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, যেহেতু পাঠ্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের দিকটি সরকারীভাবে দেখা হয়না স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং তা নির্দেশনা গাইড বই ও প্রশিক্ষণের সময় সীমা, প্রশিক্ষণ কর্তৃপক্ষ, প্রশিক্ষণের লক্ষ উদ্দেশ্য ঠিক রাখার দায়িত্ব সরকারীভাবে নেই। তবে এসবের সমন্বয় খুব জরুরী তা না হলে ভিন্ন ধারা এবং ভিন্ন লক্ষের প্রভাব থেকে বাইরে গিয়ে একটি একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার সামগ্রী ও অন্যান্য সহায়তা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে ছেলে মেয়ে বসার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নেই। নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এলজিইডির অর্থায়নে ১৯৯৪ সালে বিদ্যালয়ের ভবন নির্মিত হয়। দ্বিতল ভবনটিতে মোট ৬ টি কক্ষ রয়েছে। বিল্ডিংয়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকায় বাইরে থেকে বিদ্যুতের তার আনায় সমস্যা সৃষ্টি হয়।

অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির অবঠামোতে একটি ভবন রয়েছে। এটি উপরে টিন এবং চারপাশে পাকা দেয়াল বিশিষ্ট। ভবনের অভ্যন্তরে চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে চারটি কক্ষ তৈরি করা হয়েছে স্কুলের ছাত্র- ছাত্রীদের ক্লাশ পরিচালনা করার জন্য। কক্ষে বসার বেঞ্চ এবং ব্ল্যাকবোর্ড গুলো যথেষ্ট পুরনো এবং প্রায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত।

এন জি ও পরিচালিত ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য বসার আসনব্যবস্থা উপযুক্ত নয়। মেঝেতে বসে নিচু হয়ে ঝুঁকে লিখতে হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। লম্বা ঘরের মেঝেতে ছালার চট বিছিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে চলে পাঠ দেয়া নেয়া।

কিন্ডারগার্টেনে প্রতি ক্লাসে ৩০-৩৫ জনের বেশি ভর্তি নেয়া হয় না। প্লে, নার্সারি, কেজি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে স্কুলটিতে। পাঁচটি শ্রেণিকক্ষের স্কুল ভবনে সকাল সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত প্লে, নার্সারি এবং কেজি শ্রেণির ক্লাস হয়। দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস।

বিদ্যালয়ে সেনিটেশন ব্যবস্থা

কেবল কিন্ডারগার্টেন বাদে বাকি সবক'টি বিদ্যালয়ে সেনিটেশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। কয়েকটিতে শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করছে।

স্কুলের নাম	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	লেট্রিনের সংখ্যা	১ টি লেট্রিন ব্যবহার করে কত জন	টিউবওয়েলের সংখ্যা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে	৩৫০	৪	৮৭	১
নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০০	২	২৫০	১
অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০	১	১০০	নেই
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২০০	২	১০০	১
এন জি ও পরিচালিত ব্র্যাক স্কুল	৩০	নেই	-	নেই
কিন্ডারগার্টেন	১৬০	৪	৪০	১

শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোভাব

অভিভাবকদের সাথে কথা বলে জানা গেল বাচ্চাদেরকে সবচেয়ে বেশি যত্ন নেন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকগণ। এমনকি বাচ্চারা যদি টয়লেট ব্যবহার করতে না পারে শিক্ষকগণ নিজে তা করান। কোন বাচ্চা স্কুলের ক্লাশ চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিতে না পারলে তার সাথে খুব সহজ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাশ শিক্ষক তার মনোযোগ ঠিক করেন বলে একজন অভিভাবক বললেন। প্রায় সবার মতেই শিক্ষকেরা বেশি যত্নবান বলে এই ব্যয়বহুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের সন্তানকে ভর্তি করিয়েছেন।

স্কুলের নাম	শিক্ষকেরা মারেন		শিক্ষকেরা মারেন না	মন্তব্য
সরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে	স্কেল দিয়ে বেত দিয়ে	২৮% ১৪%	৩০%	না পারলে বুঝিয়ে দেন-২০%
নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেত দিয়ে	৪০%	২০%	উত্তরদানে নিরব-৩০% প্রথমে বোঝায় -১০%
অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাত দিয়ে বেত দিয়ে	২৫% ৫৫%	২০%	-
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	বেত দিয়ে	৯০%	-	উত্তরদানেনিরব-১০%
এন জি ও পরিচালিত ব্র্যাক স্কুল	-	২%	৯০%	না পারলে বোঝায় তারপরে বকা দেন-৮%
কিন্ডারগার্টেন -		-	-	বকা দেন

আন্তরিকতার অভাব নেই ব্র্যাক স্কুলেও, বাচ্চারা অধীর আগ্রহ নিয়ে স্কুলে পড়তে আসে। ক্লাসের শিক্ষক তাদের বন্ধুর মতো। পড়ার ফাঁকে গান, নাচ করে শিক্ষার্থীরা তাদের একঘেয়েমি দূর করে, সহযোগিতা করেন ক্লাসের শিক্ষিকা।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকেরা অভিযোগ করলেন যদি স্কুলের শিক্ষিকা আরো একটু যত্ন নিতেন তাহলে হয়তো বাচ্চাদের জন্য প্রাইভেট শিক্ষক রাখতে হতো না। মাদ্রাসাতেও ছাত্র-শিক্ষক দূরত্ব রয়েছে যথেষ্ট। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে জানা গেল পড়া না পারলে শিক্ষকেরা তাদের শাস্তি দেন। গবেষক নিজেও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের টেবিলে শাস্তির ব্যবস্থা হিসেবে বেত দেখেছেন।

বিভিন্ন ধারায় শিক্ষার ব্যয়

স্কুলের নাম	বেতন বাবদ(মাসিক)	আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ	মাসিক মোট	স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	মাসে প্রতি শিক্ষার্থী ভিত্তিক খরচ
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৩৯৬ (৫৬২৪+৪৯২৪*৩)	৩৫০	২০৭৪৬	৩৫০	৬০
নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০৫০ (৩৩০০+৩২৫০*৩)	১৫০	১৩,২০০	৫০০	২৬
অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	-	-		১০০	০
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২১০০ (৬০০+৫০০*৩)	-	২,১০০	২০০	১০
কিন্ডারগার্টেন	৬৫,০০০ (১০,০০০+৫০০০*১১)	২৫০০০	৮৫,০০০	১৬০	৫৩১
এন জি ও পরিচালিত স্কুল	১০০০	২০০	১২০০	৩০	৪০

উৎস: মাঠ গবেষণা

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা প্রতিমাসে শিক্ষকদের জন্য যে বেতন আসে তা এবং প্রতি ছয় মাসে আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য যে টাকা আসে তার যোগ ফল। এর বাইরে অবকাঠামো ব্যয় রয়েছে, বছর ভিত্তিক স্কুল পরিদর্শনের পর প্রয়োজন হলে মেরামত করা হয়, যা এল জি ই ডি মন্ত্রণালয়ের অধীন।

অভিন্ন ব্যবস্থা সৃষ্টির অন্তরায় ও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়াস

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে এর একটি বিস্তৃত সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সকল সরকারি সংগঠনের মধ্যে শিক্ষা সেক্টর বৃহত্তম। অপরদিকে একক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যেও সর্ববৃহৎ। মূলত একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই দেশের সামগ্রিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। তাই শিক্ষাকে কেন্দ্র করে যে ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা এবং সবার জন্য শিক্ষার বলিষ্ঠ উচ্চারণ বিঘোষিত হয়েছে বৈশ্বিক ফোরামে তার প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় প্রত্যাশাতেও। আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি এই ভাবনায় যে কী হবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইপ্সিত বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ১১টি ধারা আছে তার মধ্য থেকে ছয়টি ধারাকে গবেষণার আওতায় ধরা হয়েছে। এসব ধারার প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিবর্গ , শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদেও সাথে কথা বলে কিছু দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান চিহ্নিত করা গেছে। আর সেসব অবস্থানের আলোকে দেখা হলো বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সবার কাছে গ্রহণীয় যুক্তির ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কি দ্বন্দ্ব রয়েছে।

শিক্ষা কাঠামো

প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামোতে ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় ৫ বছরের এবতেদায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড এবং এবতেদায়ী শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করছে মাদ্রাসা বোর্ড।

সাধারণ শিক্ষা	কারিগরি শিক্ষা	মাদ্রাসা শিক্ষা
প্রাথমিক শিক্ষা	এসএসসি ভোকেশনাল	এবতেদায়ী
মাধ্যমিক	এসএসসি ভোকেশনাল	দাখিল
উচ্চমাধ্যমিক	ডিপ্লোমা	আলিম
স্নাতক	বিএসসি	ফাজিল
স্নাতকোত্তর	মাস্টার্স	কামিল

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে দুইভাবে দেখা হয়- আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয় প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ও সহায়ক হিসাবে, বিকল্প নয়। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবতেদায়ী মাদ্রাসা, সামাজিক সংগঠন, ব্যক্তি পরিচালিত সংগঠন, এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোধীন এনজিওগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রসার লাভ করলেও বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকেই এর শুরু। মূলত দুইভাগে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো বিভক্ত। বাংলা মিডিয়াম ও ইংলিশ মিডিয়াম। এসব কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পাঠ্যসূচী, পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন, নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ এবং কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা অধিকাংশরা মেনে চলে। দু একটি রয়েছে আমেরিকান শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভর। এসব স্কুলের পাঠ্যপুস্তক বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় ফলে পাঠ্যপুস্তকের জন্য শিক্ষার্থীকে স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়।

নিজস্ব প্রকাশনা থেকে এনজিও পরিচালিত স্কুলগলোর পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম প্রকাশিত হয় এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে স্কুল পরিচালিত হয়।

এই সেক্টরগুলোর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক করার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে বেশ কিছু মতদ্বৈততা রয়েছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধান স্টিফেন এস গোমেজ বলেন- স্ট্যান্ডার্ড শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় দরকার। সার্বজনিনভাবে সমাদৃত একটি কারিকুলাম প্রণয়ন করা প্রয়োজন যাতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণ হয় এই কারিকুলামের মাধ্যমে।

বিশ্বায়নের আলোকে এমন পদ্ধতি প্রয়োজন যাতে করে দেশের তৈরি মানবসম্পদ এশিয়া ইউরোপ সহ বিশ্বের যে কোন দেশে গিয়ে কাজ করতে পারে। ধর্মীয় বিষয়কে সার্বজনিনভাবে দেখার দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষায় ধর্মকে বাইরে রাখা প্রয়োজন যাতে বড় হয়ে নিজের মতো করে বুঝে নিতে পারে। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা বাড়িতে অভিভাবকের কাছে ছেলেমেয়েরা শিখবে বলে তিনি মনে করেন।

কথা হয় মাদ্রাসার সুপারিটেন্ডেন্ট এবং মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের সাথে, তাদের মতে নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতি শ্রেণিতে কুরআন ও হাদীস শেখার জন্য কারিকুলামে বই অর্ন্তভূক্ত থাকা বাঞ্চনীয়। যাতে করে পঞ্চম শ্রেনি পাশ করার পর কোরআন ও হাদীসের আলোকে জীবনকে পরিচালনা করতে পারে। প্রতি বিদ্যালয়ে একজন ফাজিল পাশ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া জরুরী। ইসলামের ইতিহাস কিছু যেন অবশ্যই প্রতি শ্রেনির পাঠ্যক্রমে থাকে।

ব্র্যাকের শিক্ষিকা জানালেন দরিদ্র এবং শ্রমজীবি সন্তানের জন্য তুলনামূলক সহজ কারিকুলাম প্রণয়ন করা দরকার কারণ বাড়িতে বাবা-মায়েরা শিক্ষিত না থাকায় তাদের পড়ানোর কেউ থাকে না, তাছাড়া প্রাইভেট শিক্ষক রাখাও সম্ভব নয়।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং সহকারী শিক্ষিকাগণ মনে করেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের অধীনে বই প্রকাশিত হয় তা ব্যাপক গবেষণার ফসল, কাজেই এই বইগুলোকে সঠিকভাবে শেখাতে পারলেই ছেলেমেয়েরা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। কেননা, প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেনি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এবং ক্রমান্বয়ে তাদেরকে নতুন নতুন বিষয়ের সাথে পরিচিত করানো হয়েছে বইগুলোর মাধ্যমে। পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর যে ৫৩ টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে তা এই পাঠ্রক্রম অনুসরণ করলে সম্ভব। তবে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মতে কম্পিউটার শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের সাথে যুক্ত করা প্রয়োজন এবং সেই সাথে স্কুলগুলোর জন্য কম্পিউটার বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করলেন তারা। পাশপাশি পাঠ্যক্রম বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু করে পরিবর্তন করা হচ্ছে কিন্তু শিক্ষকদের জন্য পাঠ নির্দেশিকা সময় সময় পরিবর্তন করা হচ্ছে না, এতে নির্দেশনা পেতে সমস্যা হয় বলে জানালেন।

শিক্ষার পরিবেশ

এক সময় চালু ছিল লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে, বর্তমানে দাঁড়িয়েছে গাড়িঘোড়া চড়ে যে লেখাপড়া করে সে। এ কথাটি সত্যি হয়ে গেছে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকিকরণের ফলে। শিক্ষিত এবং ধনী পরিবারের সন্তানেরা সবাই কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ছে ফলে স্বভাবত সেখানকার পরিবেশ থাকছে ভাল। আর দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা পড়ছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, অবশ্য এর পিছনে আরো কারণ রয়েছে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা থেকে শুরু সবই চরম বৈষম্যমূলক হওয়াতে শিক্ষার পরিবেশ ভিন্ন হচ্ছে সবদিকে।

মাদ্রাসার ছাত্রের বাবা আব্দুল গাফফার বললেন- "আমি আমার ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়াচ্ছি ইহকাল এবং পরকাল দুটোর জন্যই।" মাদ্রাসার ছাত্রদের বেশির ভাগ অভিভাবকের মতের সাথে এই ধারণাটির মিল পাওয়া গেল। এছাড়া মাদ্রাসা ছাত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৬০%) আসে এতিমখানা থেকে। কাজেই শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য শুরুতেই একটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়।

মাঠ গবেষণা এবং প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বলা যায় বাংলাদেশে কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া এই তিনটি সুস্পষ্ট ধারা ভিন্ন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাদ্রাসা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে সমন্বয়ের সুর দেখা যায় তবে পরণেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যর ভিন্নতা চরম আকারে চোখে পড়ে। কিন্ডারগার্টেনগুলিতে নিজেদের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই, সরকারের পরিদর্শনের বা সমন্বয়ের কোন ব্যবস্থাই নেই। এক জরীপে দেখা গেছে ২০০০ সাল পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৭০০০টি কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে। শুধু রাজধানী ঢাকা শহরেই রয়েছে প্রায় ৭০০০

কিন্ডারগার্টেন স্কুল। এই প্রেক্ষিতে এখনই সময় সবগুলো মাধ্যমকে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি (Pathways for Unified System) চালু করা যার মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং গুণগতমান এক রাখা যায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতির সাথে এসব চাহিদার কতটুকু সমন্বয় বা দ্বন্দ্ব রয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

জাতীয় শিক্ষানীতিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সতের নম্বর অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের শিক্ষানীতির মূল কথা বর্ণিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে একটি গণমুখী ও সার্বজনীন যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তাতে জনগণের আশ-আকাঙ্ক্ষা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। সেই আলোকে স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'কুদরত-ই-খুদা' কমিশন গঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। ড. খুদা কমিশনের লক্ষ্য ছিল এমন এক শিক্ষাব্যবক্ষার প্রবর্তন যা সংবিধানের চার মূলনীতি, বিশেষত সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের ল্যক্ষকে সামনে রেখে প্রণীত। খুদা কমিশনের বক্তব্যে যা বলা হয়েছে তার মূল অধ্যায়ের কিছু অংশ তুলে দেয়া হলো।

- সমাজের সকল সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী এবং সৃজনশীল ব্যক্তিগণকে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে দীর্ঘদিনের অবহেলার ফল শিক্ষকতা পেশা, বিশেষ করে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতা। জাতীয় জীবনে শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের দাবীদার তাই শিক্ষকতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল হবে না। (কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন: ১৯৯৬)
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচীতে যথার্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়। (প্রাগুক্ত)
- প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঘটনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিমূর্ত ধারণা যথা সম্ভব সীমিত রাখতে হবে। (প্রাগুক্ত)
- যথাসম্ভব একই ধরনের শিক্ষাঙ্গনে কিংবা সমান সুবিধার্পূণ সকল শিক্ষার্থীর মান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।... .. .. সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টিকারক পরিবেশগত ও মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ নিরসনের জন্য দৃঢ় ও সচেতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। (প্রাগুক্ত)
- শিক্ষাব্যবস্থা আজ যে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে শিক্ষাকে সমাজমুখী করার সমস্যা। দেশময় সাধারণ মানুষের যে সমাজ আর সে সমাজের অঙ্গীভূত যে শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনকে অবশ্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে হতে হবে সমাজ বদলের হাতিয়ার। এ প্রসঙ্গে একটি প্রধান কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণি বৈষম্যের অবসান। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ হলেই সেটা সম্ভব। জাতীয়করণের অর্থ দাঁড়াবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব সরকারি কর্তৃত্বের আওতায় রাখা। শহর, গ্রাম সব বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মান যথাসম্ভব সমপর্যায়ে আনা; যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কাজের পরিমাপের ভিত্তিতে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হারে সমতা বিধান করা। এ কাজ ব্যায়বহুল তাতে সন্দেহ নেই, তথাপি পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষ, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ইত্যাদি যোগান দেবার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ক্রমান্বয়ে এগোতে হবে। (প্রাগুক্ত)

পরবর্তিতে ১৯৭৫-১৯৯৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বড় মাপের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। এসব বিষয়কে মাথায় রেখে ১৯৯৭ সালে শামসুল হক কমিটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন এবং বিভিন্ন

মহল থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ড. নজরুল ইসলামকে কমিটির চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ প্রণয়ন করা হয়। তার উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হলো:

- 'প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে সাত বছর, ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর করা হবে'।
- 'তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'
- 'সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন বর্তমানে সাধ্যাতীত। তাই দেশের প্রত্যেকটি থানা সদরে গণ গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। যার প্রধান দায়িত্ব হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই পরিবেশন করা। প্রত্যেক ইউনিয়নে এক বা এশাধিক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভ্রাম্যমাণ বইয়ের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে হবে।'

এরকম গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ছিল তবে এ কথাটি বলা প্রয়োজন যে, বহুল আলোচিত কুদরত-ই-খুদা কমিশন এবং বলা যায় তারই সংস্করণ ও সংশোধিত রূপ প্রফেসর শামসুল হক কমিটির প্রণীত শিক্ষানীতির সুপারিশ সমূহের অধিকাংশই ড. নজরুল ইসলামের শিক্ষানীতি ২০০০-এ প্রতিফলিত হয়নি (হুমায়ুন কবীর: ২০০৬)। সর্বশেষ ২০০৩ সালে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে নতুন কমিশন গঠন করা হয় এবং ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। রিপোর্টে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সুপারিশ সমূহের কিছু বিষয় খুব সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হলো:

- পূর্বের প্রতিটি কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৮ বছর চাওয়া হয়েছে কিন্তু মিঞা কমিশনে বর্তমান কাঠামো অপরিবর্তি রাখার কথা বলা হয়েছে, কারণ এতে সীমিত সামর্থ্য ও সুযোগের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।
- প্রথম বারের মতো ৩-৫ বছর পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করেছে কমিশন।
- ৫ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে পাঠানোর সুপারিশ করেছে কমিশন।
- ম্যাপিংয়ের ভিত্তিতে আগামী ১০ বছরে অরো ১০০টি স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে।
- দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আছে ১১ ধরণের। এর ভিতর ছয় ধরণের প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এসব প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আনার কথা বলা হয়েছে।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উপায়ে শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করলেও প্রাথমিক শিক্ষার একটি সমন্বয় সাধন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে। এতে করে কিছু পার্থক্য থাকলেও ইংরেজি মাধ্যম, সাধারণ মাধ্যম, মাদ্রাসা মাধ্যম, ও অন্যান্য মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা একই ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা পাবে।
- কমিশন ছাত্র-শিক্ষক সংযোগকাল ২২০ দিন ধরে ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য ন্যূনতম ৭২০ ঘণ্টা ও ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ১২৭৫ ঘণ্টা পাঠদান করার কথা বলা হয়েছে। এ-সময় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, নিজের চারপাশের পরিবেশ, বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৬ জন শিক্ষক ও ৬ টি শ্রেণিকক্ষ থাকতে হবে। তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর যথাযথ যোগান নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ১ঃ৩০ পর্যায়ে রাখতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার ফলাফল ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে নতুন ধারা প্রবর্তন করতে হবে যাতে শিক্ষা সম্পর্কে সবাই আগ্রহী হয় এবং ঝরে পড়ার হার কমে। ৬০% নম্বর পেলে তার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (হুমায়ুন কবীর: ২০০৬)

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে মিঞা কমিশনের সুপারিশ খুব বেশি সুদূর প্রসারী না হলেও মান উন্নয়নে

গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এই কমিশনের রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাধারণ শিক্ষাধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী, শিক্ষকবৃন্দ যেসব সরকারী সুযোগ সুবিধা পান, মাদ্রাসা শিক্ষাধারার এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থী-শিক্ষকবৃন্দের জন্য সেসব সুযোগ সুবিধা সমানভাবে প্রদান করার সুপারিশ করা হয়েছে। মাদ্রাসার স্বকীয়তা রক্ষার জন্য দেশের মাদ্রাসাগুলোর পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতা বর্হিভূত করে একটি স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের কথা বলা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যমান কারিকুলাম ও টেক্সটবুক শাখা শক্তিশালী করার লক্ষে স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নামে একটি স্বায়ত্বশাসিত বোর্ড স্থাপন করতে হবে বলে সুপারিশ করা হয়েছে।

দেখা যায়, জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা সমন্বয়ের একটি সুপারিশ রয়েছে, তবে ঠিক কিভাবে তা করা যায় তার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা বর্তমান মিঞা কমিশনের রিপোর্টে নেই। সমন্বয়ের দিকগুলোর মধ্যে পাঠ্যক্রমসহ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক দিক বিবেচনা এবং পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারীভাবে সঠিক পরিদর্শন এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে একই ধারায় পরিচালন করা সম্ভব।

সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার সন্ধানে

গবেষণাধীন ধারাগুলোর মধ্যে তিনটি ধারাকে সুস্পষ্টভাবে সমন্বয়ের প্রয়োজন- প্রাথমিক শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থার। যদিও প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিবন্ধণকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অনিবন্ধণকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে এনজিও পরিচালিত স্কুল। তবে এই ধারাগুলোতে যে প্রাথমিক শিক্ষা ছেলেমেয়েরা পাচ্ছে তাতে নিয়মের ভিন্নতা রয়েছে, সুযোগ সুবিধার বৈষম্য রয়েছে তবে লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধারা গড়ে উঠছে না বলে ধারণা করা যায় মাঠ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনায়। কেননা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অনিবন্ধনকৃত ও নিবন্ধনকৃত বেসরকারি স্কুলে একই পাঠ্যক্রম পড়ানো হয় এবং ব্র্যাক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে এনসিটিবির বই পড়ানো হচ্ছে।

একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি হলো একটি গুণগতমান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এতে জোর দেয়া হয় একইসাথে দুটি বিষয়ের উপর, শিক্ষার মান এবং ভবিষ্যত কাজের উপযোগী শিক্ষা যাতে বিশ্ব অর্থনীতির চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করা যায় যথাযথভাবে। শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মতে এই দুটি বিষয়কে সমন্বয় করা যায় একটি সমগ্রতাপূর্ণ পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে যা সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

এর উদ্দেশ্য- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করবে আর সেই সাথে ভবিষ্যত কাজ উপযোগী শিক্ষায় আবশ্যকভাবে সফলতা অর্জন করবে। এ শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জ্ঞান এবং দক্ষতা পেশাগত চাহিদাকে পূর্ণ করবে।

সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো-

- শিক্ষাগত অর্জনের স্তর আলাদাভাবে বিবেচনা না করে শিক্ষার্থীদের জন্য সব স্কুলে একই শিক্ষাগত বিন্যাস থাকবে।
- পরবর্তী পড়াশোনা এবং কাজের জন্য সকল শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত ভাবে উঁচু স্তরের প্রস্তুতি অর্জন করবে।
- শিক্ষার্থীদের সুযোগ থাকবে কাজের দক্ষতা এবং পরবর্তী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার।
- শিক্ষণ পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং কাজের দক্ষতার সমন্বয়ের উপর জোর প্রদান করে।
- শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের আগ্রহের ভিত্তিতে তাদের পছন্দ নির্ধারণের সুযোগ দেয়া হয়।

সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতি সৃষ্টির প্রথম ধাপে রাষ্ট্রের নির্ণয় করা প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক মান এবং কাজ উপযোগী দক্ষতাগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলি যুগপৎভাবে সমন্বয় করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের আলোকে একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি শুরু করা যায়-

- সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির জন্য নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা প্রয়োজন, যে কোন কাজ সফলভাবে সম্পাদনের জন্য, কোন বিষয়গুলি নির্দিষ্টভাবে সকলের জন্য প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী একটি বুনিয়াদি পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী সবগুলি বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে।
- সার্বিক পাঠ্যক্রমে জীবিকা নির্ধারণের বৃহত্তর পরিসর সম্পর্কে পরিচিত করানোর জন্য একটি বিস্তৃত ও বৈচিত্রপূর্ণ পাঠ্যসূচী শনাক্ত ও অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন। প্রকৃত কাজের পরিস্থিতিতে যেসব সমস্যা হয় তার প্রেক্ষিত এবং শিক্ষণ সম্পর্কে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। সাধারণ জ্ঞান এবং দক্ষতাভিত্তিক একটি পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে এসব বিষয়কে তুলে ধরা যায়।
- উপযুক্ত বয়স এবং পর্যায় অনুযায়ী কাজের দক্ষতা বিষয়ক শিক্ষণ অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন দক্ষতা যেমন- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা, বয়োজ্যষ্ঠদের সাথে যোগাযোগ, দলে কাজ করা, সঠিক পোষাক পরিধান, সঠিক উপায়ে রাস্তা পারাপার ইত্যাদি বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা এবং ব্যবহার শেখানো। সে অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে আরো উন্নত এবং কাজ উপযোগী বিষয় ক্রমানুযায়ী অর্ন্তভূক্ত করা।

একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে এর সমন্বয় প্রয়োজন। সেসব তথ্য পর্যালোচনায় ভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব পরামর্শকে মাথায় রেখে বলা যায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্যক্রমকে আরো আধুনিক যেমন, বিজ্ঞান শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি এবং তার ব্যবহারকে সঠিকভাবে তুলে ধরা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক) সহ আরো কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশের পাশাপাশি বিশ্ব পরিস্থিতির ক্রম পরিবর্তন এবং বিশ্বায়নের প্রভাব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও পাঠ্যক্রমে প্রবর্তন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ধরে রাখা এবং তা ক্রমে আরো পরিপক্ক করার জন্য মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বুঝে পড়া আয়ত্ব করার জন্য শিশু শ্রেণি থেকে তার চর্চা এবং পাঠ্যসূচীতে তার নিয়ম রাখা প্রয়োজন। গণিতে ভীতি দূর করার জন্য আরো বেশি উদাহরণ এবং সহজভাবে গণিত মনে রাখার কায়দা প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে প্রতি শ্রেণিতে শিখানো প্রয়োজন, পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভূক্ত করার মধ্য দিয়ে।

বাংলাভাষাকে সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাবে গ্রহণ করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়েই বাংলা ব্যাকরণের মৌলিক বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া প্রয়োজন। মাঠ গবেষণায় দেখা গেছে বাংলা বানান নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে ভীতি কাজ করে ব্যাপকভাবে। সে সমস্যা সমাধানের জন্য বর্ণমালার প্রতিটি বর্গকে (ক- বর্গ, চ- বর্গ, ট- বর্গ, ত- বর্গ, প- বর্গ) আলাদাভাবে পরিচয়ের মাধ্যমে সাধারণত কোন বর্ণের সাথে কোন বর্ণের সংযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত বানান গঠিত হয় তা সহজভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। (যেমন- দেশি শব্দে 'ট' এর সংযুক্ত বর্ণ হিসাবে সব সময় 'ণ' যুক্ত হয় কখনো 'ন' যুক্ত হয় না কারণ 'ট' এবং 'ণ' একই বর্গে অবস্থান করছে। একইভাবে 'ক' বর্গের যে কোন বর্ণের সাথে সংযুক্ত বর্ণ হিসাবে 'ঙ' যুক্ত হয় 'ং' নয়।)

এক নজরে শিক্ষা কমিশন-২০০৩

কমিশন গঠন	:	১৬ জানুয়ারি ২০০৩
রিপোর্ট প্রকাশ	:	৩১ মার্চ ২০০৪
সভাপতি	:	অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা
সদস্য সংখ্যা	:	২৪ জন
নীতিমালা	:	৩০ টি
সুপারিশমালা	:	৬৯৬ টি

ইংরেজি শিক্ষার উপর সঠিক মাত্রায় জোর দেয়া প্রয়োজন। দেখা গেছে মুখস্থ বিদ্যার মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা পাশ করছে কিন্তু পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পরও একটি ইংরেজি লাইন নিজে থেকে

সঠিকভাবে লিখতে পারে না। এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। পাঠ্যক্রমে সহজভাবে ইংরেজি ব্যাকরণকে অর্ন্তভূক্ত করে এবং সহজ শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ইংরেজি ভীতি দূর করা প্রয়োজন। বিশ্বায়নের এই শতকে ইংরেজির বিকল্প নেই, তাই অত্যন্ত দ্রুত এসব সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে মহানুভবতা ও সততার শিক্ষা দেয়। মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন সমৃদ্ধ মানুষ হতে ধর্ম সাহায্য করে। ধর্ম একটি সমাজের সংস্কৃতি এবং লক্ষ উদ্দেশ্যকে চালিত করে। তাই সমাজে ধর্মের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিরাজ করে। আর এজন্যই প্রয়োজন ধর্মের সঠিক শিক্ষা। সকল ধর্মের মূল ভিত্তি এবং তার মূল মর্ম উপলব্ধির জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে তা রাখা প্রয়োজন।

দক্ষতাভিত্তিক একটি সমাজ গঠনের জন্য সঠিক শিক্ষার বিকল্প নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে অর্ন্তভূক্ত প্রতিটি বিষয়কেই বাস্তব সমাজে কাজের আলোকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ তাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে উদাহরণের সাহায্যে, ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে তার প্রায়োগিক দিক তুলে ধরা প্রয়োজন। এতে করে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে মনে ধারণ করা যেমন সহজ হবে তেমনি ভবিষ্যত কাজের প্রেরণা এবং মান গুণগতভাবে বাড়বে যা একীভূত শিক্ষা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য।

সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো

সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির মূল কাঠামো প্রণয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠানের তথ্য এবং সেকেন্ডারি তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় একীভূত পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য বেশকিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকার তা প্রণয়ন করতে পারেন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেসব বৈষম্য রয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব বৈষম্যকে কমিয়ে আনার জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কিছু পদপেক্ষ নেয়া প্রয়োজন।

- কিন্ডার গার্টেন শিক্ষায় একটি আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। বাংলা এবং ইংলিশ দুটি মিডিয়ামেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের বই বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের বই ইংরেজিতে ভাষান্তর করে স্কুলে পাঠ্য করা যায়। শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয়টি সরকারিভাবে মনিটর করা প্রয়োজন। কেননা, সঠিক প্রশিক্ষণ ছাড়া শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা এবং বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের অভাব থেকে যায় যা শিক্ষার্থীর লক্ষ্য তৈরীতে বিপরীত প্রভাব ফেলে। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাকে সরকারী জবাবদিহিতায় আনয়নের জন্য একটি বোর্ড গঠন করে সামগ্রিক কাঠামোকে সমন্বয় করা প্রয়োজন। কিন্ডারগার্টেনসহ বেসরকারি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রেশন অধ্যাদেশে বিদ্যালয় রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নামে সম্পত্তি বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশানের দাবী , প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন না দিয়ে কিন্ডারগার্টেন হিসেবে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করলে এবং উক্ত বিদ্যালয় সমূহে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বই প্রদানসহ ৫ম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হলে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী উপকৃত হতো।
- মনিরুজ্জমান মিঞা কমিশন, ২০০৩- এ মাদ্রাসার স্বকীয়তা রক্ষার জন্য পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্বতন্ত্র মাদ্রাসা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যমান কারিকুলাম ও টেক্সট বুক উইং শক্তিশালী করার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বায়িত্বশাসিত বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে । কিন্তু একই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এবতেদায়ী মাদ্রাসার স্তরে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের বই বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করা প্রয়োজন। যদিও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রম, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্যক্রমের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা রয়েছে যা

লক্ষের ক্ষেত্রে ভিন্নতা তৈরি করে। মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলীর মতে প্রাথমিক স্তরে কোরআন এবং হাদীস রাখা প্রয়োজন। যদিও এই পড়াটুকু মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাড়তি চাপ (অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায়) হবে তারপরও একীভূত শিক্ষা পদ্ধতির শুরুতে এটি করা যায়, যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

শিক্ষার পরিবেশ (শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষা উপকরণ, সেনিটেশন ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক) এর প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া প্রয়োজন। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে একই কাঠামোতে আনার ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবেশ একরূপ রাখা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন এবং শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে মূল ধারার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় প্রয়োজন। দেখা গেছে মাদ্রাসার ৭০% ছেলেমেয়ে অংক, ইংরেজি এবং বিজ্ঞানকে কঠিন বিষয় বলে উল্লেখ করেছে আর সহজ বিষয় হিসেবে আরবীকে উল্লেখ করেছে। তাই প্রয়োজন ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য নির্ধারণে কোন বিষয়গুলি গুরুত্বর্পূণ, কোন বিষয়গুলি পরবর্তী জীবনে কাজের দক্ষতাতে বাড়াবে এবং বিশ্বকে জানার জন্য কোন বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে শেখা প্রয়োজন তা ছেলেমেয়েদের যত্নের সাথে জানানো। আর এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের সঠিক নির্দেশনা যা তাঁরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে পেতে পারেন। সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এবতেদায়ী শিক্ষার পর্যায়কে মূল শিক্ষা ধারার সাথে একীভূত করা যায়। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে বলা হয়েছে- 'শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টিকারক পরিবেশগত ও মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ নিরসনের জন্য দৃঢ় ও সচেতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।' খুদা কমিশনের এই বক্তব্য একীভূত/সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করে এবং এর দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

- তবে এসব কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। দেশের স্বার্থে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী একটি নীতিমালা করা প্রয়োজন। যাতে সব এনজিও স্কুল বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের বই শিক্ষার্থীদের পড়ায় এবং শিক্ষার মানসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ঠিক রেখে কর্মমূখী শিক্ষা প্রদান করতে পারে।

- অনিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যাকে যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করে তাদের মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বয় করা প্রয়োজন। কেননা সেসব স্কুলে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। তাদের শিক্ষার মান এবং পরিবেশ নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোর সার্বিক অবস্থা বিশেষত শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া, তাদের বেতন-ভাতা এসব বিষয় নিয়ে সরকারের আশু করণীয় রয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর জন্য শিক্ষকদের আর্থিক, সামাজিক সুবিধা যেমন জরুরী তেমনি জরুরী ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার দিকগুলো দেখা। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়। সরকারীভাবে যতটুকু সুবিধা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া হয়েছে তার পরিপূর্ণ ব্যবহার সব শিা প্রতিষ্ঠানে হচ্ছে না বলে মাঠ গবেষণায় পাওয়া গেল। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে যথেষ্ট কার্যকর করা প্রয়োজন সবদিক থেকে।

প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিবন্ধনকৃত ও অনিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও এনজিও পরিচালিত স্কুল - এই ছয়টি ধারার মধ্যে একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য সচেতন সরকারী সিদ্ধান্ত এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

"Assessment of the PEDP," draft, December 2001, Bangladesh Institute of Development Studies, Fighting Human Poverty: Bangladesh Human Development

A Karim, Social History of the Muslim in Bengal, Dhaka, 1959;

A. M. Sharafuddin, Innovations in Primary Education in Bangladesh

ADB Bangladesh Resident Mission, How ADB Is Helping the Poor in Bangladesh Education

ADB, "Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the People's Republic of Bangladesh for the Secondary Education Sector Improvement Project", May 1999

ADB, Vocational Training for the Peoples Republic of Bangladesh, Utah University, Final report, September 25, 1995

Ahmed, Manzoor and Shiva Lohani, Non-Formal Education in Bangladesh: Synthesis of Experience and Future Directions, Dhaka, Directorate of Non-Formal Education, 2001

Ahmed, Manzoor, "Promoting Public-Private Partnership in Health and Education: The Case of Bangladesh" in Yidan Wang, ed., Public-Private Partnerships in the Social Sector, Tokyo, Asian Development Bank Institute, 2000

AKM Yakub Hossain and Balal Muhammad, Banglapedia, 2005

Alamgir Khan "Education is a right, not a privilege"

Alochona Magazine Staff Writer, "Reality of Education System in Bangladesh: Opportunities and Challenges"

AR Mallick, British Policy and the Muslims of Bengal 1757-1856, Dhaka 1961 & 1977;

Asian Development Bank, "Secondary Education Sector Development Plan - 2000-2010," Dhaka, 1992. Campaign for Popular Education (CAMPE), Quality with Equity: The primary Education Agenda, Education watch 2003/4

Asian Development Bank, Secondary Education Sector Development Plan 2000-2010, 1998

Atiur Rahman, "Bangladesh's Education: Crisis and potentials" in Management of education in Bangladesh, edited by Husne Ara Shahed, Dhaka: Sucheepatra, 2002

BANBEIS 2002 data

Bhattacharya, D. et al, Poverty Reduction in Bangladesh: Absence of A National Framework, Dhaka, Center for policy Dialogue, Paper no.4, 2000.

Campaign for Popular Education (CAMPE), A Question of Quality: The State of Primary Education in Bangladesh, Education watch 200, Dhaka 2001

Center for Policy Dialogue, "Policy Brief on Education," CPD Taskforce Report, August 2001

Centre for Policy Dialogue, "Policy Brief on Education Policy," CPD Task Force Report, August 2001

Chowdhury, A.M.R. et al, eds., A question of Quality: State of Primary Education in Bangladesh, Dhaka, CAMPE and University Press Limited, 2001

Chowdhury, A.M.R., et al, eds., Hope not Complacency: State of Primary Education in Bangladesh 1999, Dhaka, CAMPE and University Press Ltd, 1999

Commission on National Education Report, Government of Pakistan, 1959;

Commonwealth Education Fund, Bangladesh Strategy Paper (2003-2005) [Draft 1]

Education Watch 2003/4.

Foundation for Research in Educational Planning and Development (FREPD), A Study on Improvement of Management in Secondary and Higher Education At Macro and Micro Level, Dhaka, 1999.

Foundation for Research in Educational Planning and Development (FREPD), A Study on Improvement of Management in Secondary and Higher Education At Macro and Micro Level, Dhaka, 1999.

Government of Bangladesh, BANBEIS, National Education Survey (Post-Primary), Dhaka, 1999

Government of Bangladesh, Bureau of Educational Information and Statistics, Bangladesh Education Statistics 2003, Dhaka 2003.

Government of Bangladesh, Ministry of Education, National Education Commission Report 2003, Dhaka 2004

Government of Bangladesh, Ministry of Education, Qudrat-e-Khuda Education Commission Report, 1974

Government of Bangladesh, Planning Commission, Unlocking the Potential: National strategy for Accelerated Poverty Reduction (Draft), Dhaka 2004

Government of Bangladesh, Primary and mass Education Division, National Plan of Action

Government of Bangladesh, Primary and Mass Education Division, Primary Education in Bangladesh, Dhaka, 1999.

Government of Bangladesh, Primary and Mass Education Division, Second primary Education Development Program, Final Plan, January 2003.

Government of Bangladesh, UNDP and UNESCO, " Secondary Education in Bangladesh: A Sub-Sector Study," Dhaka 1992.

Government of Bangladesh, UNDP and UNESCO, Secondary Education in Bangladesh, A Sub-sector Study, Final Report, Dhaka, December, 1992

Government of Bangladesh, UNDP and World Bank, Post-Primary Education Sector Strategy Review, Final Report, Dhaka, June 1994

Greaney, V., S.R. Khandker, and M. Alam, Bangladesh: Assessing Basic Learning Skills, World Bank, 1999

Hossain, H.M., " Decentralization of Educational Management and Planning of Primary Education in Bangladesh", in A.K. Jalaluddin, et al (eds), Universalising Quality Primary Education in Bangladesh, Dhaka, University Press Limited, 1997.

Interconnection of Educational Quality Factors. (Similar schematic views have been suggested by others, such as, in Ward Heneveld, Planning and Monitoring for Quality of Primary Education, AFTHR Technical Note No. 14, World Bank, Washington, 1994.)

Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Bangladesh Education Sector Overview, Dhaka, 2002.

Knowles, James C. Bangladesh Public Expenditure Review, Education Sector (Draft), Prepared for ADB and World Bank, November 2001

M. Akhtaruzzaman, National education policy 2000.

MA Rahim, Social and Cultural History of Bengal, 2, Karachi, 1967 and The History of the University of Dacca, Dhaka 1981;

Mahfuz Sadique, "On the state of public schooling in Bangladesh", The New Age/ August, 2005.

Manzoor Ahmed, Khondoker Shakhawat Ali, Kishwar Kamal Khan,Bangladesh Education sector Mapping, Institute of Education and Development, BRAC University, http://www.sfu.ca/mpp/pdf_news/800-05-Bangladeshschools2.pdf

Mohammad Muntasim Tanvir "Cost Barrier to Education: Bangladesh Experience" Regional Education Workshop, Bangkok, May 15, 2006

Nancy Birdsall, Amina J. Ibrahim, Geeta Rao Gupta, Task Force 3 Interim Report on Primary Education, February 4, 2004.

Nathan Committee Report, Calcutta, 1912; Calcutta University Commission Report, Calcutta, 1917;

Niharranjan Ray, Bangalir Itihasa, Adi Parba, Calcutta, 1356 BS, 1402 BS;

One world.net,"Millennium Project Task Force on Education and Gender Equality Interim Report on Achieving the Millennium Development Goal of Universal Primary Education"

PN Banerjee (et al), Hundred Years of the University of Calcutta, Calcutta, 1957;

Position paper prepared for The Education Committee, Nairobi Stock Exchange, Promoting an Education System That Works: Priorities and Funding Options for Kenya

Pratip Bhattacharya , Indian Education System: Fusion of West and East in a Colonial Setting

Rachana Chakraborty, Higher Education in Bengal (1919 - 1947): A Study of its Administration and Management, Calcutta, 1996;

RC Majumdar, History of Ancient Bengal, Calcutta, 1971;

S Mahmood, A History of English Education in India, Aligarh, 1895;

Scherezad Latif, "Improvements in the Quality Of Primary Education in Bangladesh 1990-2002

Shamsul Huq Zahid, Bangladesh planning to introduce 'unified education system' at the secondary level. 28 November 2005 Source: The Financial Express

Uddin Md. Mohsin, Numeracy in Bangladesh: Terminal Competencies of Mathematics at Primary Education, Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University

W.O. Lee, Equity and Access to Education: Themes, Tensions, and Policies, Education in Developing Asia, Volume 4, Asian Development Bank, Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong

World Bank, Bangladesh Education Sector Review, 3 Volumes, Dhaka , 2000.

World Bank, Bangladesh: From Counting the Poor to Making the Poor Count, 1998.

Yukiko Ueno, The IDEAL Project for Improvement of Primary Education in Bangladesh, American International School/Dhaka, Senior Project 2004

ZR Siddiqui, Visions and Revisions: Higher Education in Bangladesh, 1947 - 1992, Dhaka, 1997

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

House: 40/A, Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh, Tel: 880-2-8158274, Fax: 880-2-8159135, E-mail: info@unnayan.org Web:www.unnayan.org